বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জননিরাপত্তা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-২০১৭

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭

উপদেষ্টা

জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এম.পি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) - আহ্বায়ক
যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক-১) সদস্য
যুগ্মসচিব (প্রশাসন) - সদস্য
যুগ্মসচিব (পুলিশ-২) - সদস্য
যুগ্মসচিব (আনসার) - সদস্য
যুগ্মসচিব (এনটিএমসি) - সদস্য
উপপ্রধান (পরিকল্পনা) - সদস্য
উপসচিব (প্রশাসন-২) - সদস্য সচিব

সহযোগিতায়

জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন
সকল অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

প্রকাশনায়

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.mhapsd.gov.bd

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জননিরাপত্তা বিভাগ-এর উদ্যোগে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সুশাসন সংহতকরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এজন্য একটি কার্যকর এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। জননিরাপত্তা বিভাগ টেকসই উন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকান্ডকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অত্র বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার এবং তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জননিরাপত্তা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রথমবারের মতো সংকলন করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটির তাৎপর্য অনেক বেশি। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যপূরণ, শুদ্ধাচার কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী চর্চা, সিটিজেন চার্টার, সেবা-পদ্ধতি সহজীকরণ, নিরাপত্তা কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয় সংকলনটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আমি মনে করি এ সংকলন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আগামী দিনগুলোতে আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করবেন এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদেরকে আরও দক্ষ ও উপযোগী করে গড়ে তুলবেন।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খাঁন, এম.পি

সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কর্মকাণ্ড সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত।

জননিরাপত্তা বিভাগের মূল অভিলক্ষ্য "নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠন"। দেশের সকল জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করাই এ বিভাগের প্রধান লক্ষ্য। দেশের নাগরিক, রাষ্ট্রীয় সম্পদ, স্থল ও সমুদ্রসীমা সুরক্ষা, সন্ত্রাস দমন এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার নিশ্চিতকরণে জননিরাপত্তা বিভাগ আইনী কাঠামোর মধ্য দিয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রামপ্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা তাদের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ সকল অধিদপ্তর/সংস্থার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য নীতি প্রণয়ন, কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জনসাধারণকে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ বিভাগ বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে উন্নয়নের গতিধারাও অব্যাহত থাকে।

বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কে সকল নাগরিক একটি সামগ্রিক ধারণা পেয়ে থাকেন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের সার্বিক কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে; যার মাধ্যমে এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাম্প্রতিক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন, কার্যক্রম ও দায়িত্বপালন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে এবং তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য দপ্তর/সংস্থাসমূহকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আহ্বায়কের কথা

অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ সরকারের অগ্রাধিকারমূলক বিষয়সমূহকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যার লক্ষ্য জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান, জীবনমানের উন্নয়ন ও প্রদেয় সেবাসমূহের সহজীকরণ। বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের একটি সংকলিত রূপ। এর মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেমন সম্ভব তেমনি এর ভিত্তিতে সরকারের সূচিত উন্নয়ন-অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রমসমূহ, যেমন-রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন, একসেস-টু-ইনফরমেশন (a2i), কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS), ব্লু-ইকনমি, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ, উদ্ভাবনী কার্যক্রমসহ সমসাময়িক অন্যান্য জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়সমূহের কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে আমি বিশ্বাস করি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ গ্রন্থনার কাজে জননিরাপত্তা বিভাগের একটি টিম নিরলসভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সন্নিবেশনায় আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এ মহতী কর্মযজ্ঞের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করছি। পরিশেষে এ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ মশিউর রহমান

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

	বিষয়সূচি	পৃষ্ঠা
	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১
	বাংলাদেশ পুলিশ	২৯
	র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)	৫৯
	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	৭৭
	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	৯৭
	বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	১১১
NTMC ...Beyond The Horizon	ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার	১৩৫
	তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল	১৪৩

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১.১ পটভূমি

স্বাধীনতা-উত্তর সময় থেকেই দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা সম্পর্কিত কার্যাবলি অধিকতর সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দু'টি পৃথক বিভাগে বিভক্ত হয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ নামে পৃথকভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে।

জননিরাপত্তা বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যা দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সীমান্ত সুরক্ষা ও জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত। এ বিভাগের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা। এ বিভাগ তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা যথাক্রমে বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা-এর মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করে থাকে। এ বিভাগ এর কর্মপরিধির আওতায় দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে বিচারিক ও নির্বাহী আদেশ প্রতিপালন, গোয়েন্দা কার্যাবলি এবং স্থল ও জলসীমা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো দেশের আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা। দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পাদিত জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যক্রম বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রযাত্রা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১৬-এর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১.২ ভিশন

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ।

১.৩ মিশন

- ❖ জননিরাপত্তা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন;
- ❖ আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিতকরণ;
- ❖ বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.৪ প্রধান কার্যাবলি

- ❖ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ❖ কৌশলগত গোয়েন্দা কার্যাবলি পরিচালনা;
- ❖ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে বিচারিক তদন্ত সম্পাদন এবং আইনানুগ প্রসিকিউশন দাখিল ও আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন;
- ❖ সীমান্ত টহল কার্যক্রম ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;
- ❖ সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমনে আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের সংগে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ;
- ❖ জনরিাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- ❖ জননিরাপত্তা সর্ম্পকিত দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র, সরঞ্জাম ও রসদ সংগ্রহকরণ।

১.৫ কৌশলগত পরিকল্পনা

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও যথাযথ জননিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে একটি আধুনিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১.৬ জননিরাপত্তা বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন জোরদারকরণ;
২. সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ;
৩. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জঙ্গী কার্যক্রম রোধে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
৪. দেশের জলসীমা সংলগ্ন সীমান্ত টহল ও নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
৫. বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন;
৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ জোরদারকরণ;
৭. মানবসম্পদ উন্নয়ন

১.৭ জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যাবলি

১. সন্ত্রাস দমন, গোয়েন্দা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
২. আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩. সীমান্ত সুরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম;
৪. জঙ্গী কার্যক্রম দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্মিলিত/কার্যক্রম গ্রহণ;
৫. যুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার ভিকটিম ও সাক্ষিদের নিরাপত্তা বিধান; এবং
৬. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের সাথে লিয়াজো রক্ষা ও চুক্তি সম্পাদন।

১.৮ Allocation of Business অনুযায়ী জননিরাপত্তা বিভাগের দায়িত্বাবলি

1. Security and Intelligence, Police, Armed Police, Railway Police, Port Police, Border Security Force, National Militia and Para Military Forces.
2. Law and order.
3. Administration of B.C.S. (Police).
4. Administration of B.C.S. (Ansar).
5. Administration of Border Guard Bangladesh.
6. Internal security matters relating to public security arising out of dealing and agreements with other countries, INTERPOL.
7. Preventive detention.
8. Proescription of books and publications.
9. Security measures of the Bangladesh Secretariat.
10. Arms Act.
11. Police Commission.
12. Police Awards.
13. Border Security.
14. Anti-Smuggling and related matters.
15. Administration of funds raised by public subscription or donations lying dormant.
16. Control of carnivals, fairs, melas, gambling, betting, etc.
17. The Control of Disorderly and Dangerous Persons (Goondas) Act.
18. Forensic Laboratory.
19. Civil Uniform Rules.
20. War Injuries Scheme and War Injuries Compensation Insurance.
21. Gallantry Awards and decorations in respect of forces under its control.
22. Matters relating to the emergency provisions of the Constitution (other than those related to financial emergency).
23. National festivals.
24. Political pensions.
25. Prevention from the bringing into Bangladesh of undesirable Literature under Customs Act.
26. Poisons.
27. Offences against laws with respect to any of the matters dealt with in this Division.
28. Administration of Explosive Substance Act and Explosive Act.
29. Security and Protection of VVIPs/VIPs.
30. The Official Secret Act.
31. Secretariat administration including financial matters allotted to this Division.
32. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
33. Coast Guard.
34. Lawful Tele-Communication Interception and Monitoring according to the Bangladesh Tele-Communication Act.
35. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to sub jects allotted to this Division.

36. All Laws on subjects allotted to this Division.
37. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
38. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in Courts.
39. Proclamation of Emergency and revocation of Emergency. 141A
40. Suspension of enforcement of Fundamental Rights 141C(1)"; during Emergency.

(গ) উপরি-উক্ত Rules-এর SCHEDULE V-এর "MINISTRY OF HOME AFFAIRS" শিরোনামের পরিবর্তে "PUBLIC SECURITY DIVISION" শিরোনাম প্রতিস্থাপিত হইবে।

১.৯ জননিরাপত্তা বিভাগের জনবল

পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
সচিব	০১	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	০৮	-
যুগ্মসচিব	০৫	০৭	-
উপসচিব	১২	১৭	-
উপপ্রধান	১	১	-
সিনিয়র সহাকারী সচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	১	১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৩১	৭	২৪
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	২	১	১
সিস্টেম এনালিস্ট	০১	-	০১
প্রোগ্রামার	০১	-	০১
সহঃ প্রোগ্রামার	০২	১	০১
সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	-	০১
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১	১৬	১৬
ব্যক্তিগত কর্মকতা	২০	০৮	১১
সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১
সহকারী গ্রন্থাগারিক	০১	-	০১
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১৬	১০	৬
হিসাবরক্ষক	০১	-	০১
ক্যাশিয়ার	০১	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০৬	০১	০৫
অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৯	১৮	০১
ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	১	১	-
অফিস সহায়ক	৪২	৩১	১১
সর্বমোট	১৯৯	১৩১	৮২

১.১০ জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অর্জনসমূহ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন এমপির নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৯.০১.২০১৭ তারিখে এ মন্ত্রণালয় বিভক্ত করে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ নামে দু'টি বিভাগ গঠন করা হয়। জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন গত ২৬/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে জননিরাপত্তা বিভাগের সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য অর্জনে স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষের বসবাসযোগ্য একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর / সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অব্যাহত উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক রাখতে সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে এবং ইতোমধ্যে জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থীদের দমন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ, যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচারসহ বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সীমান্তে মানব পাচার ও চোরাচালানরোধসহ দেশকে মাদকমুক্ত করতে জননিরাপত্তা বিভাগ অঙ্গীকারাবদ্ধ। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ এবং ভিশন ২০২১কে সামনে রেখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহকে শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.১১ আইন প্রণয়ন

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে মোট ১৮টি নতুন আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৩নং আইন), বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৪নং আইন), জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা আইন (২০০৯ সনের ৬৩নং আইন), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০ (২০১০ সনের ৬৩নং আইন), ব্যাটালিয়ন আনসার (সংশোধন) আইন ২০১০ (২০১০ সনের ৪৬নং আইন), কোস্টগার্ড অধিদপ্তর কর্মকর্তা ও কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০১০, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ (২০১২ সনের ৩নং আইন), সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) ও (সংশোধনী/২০১৩)।

ইতোমধ্যেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনীকে অধিকতর কার্যকর ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জনকল্যাণমুখী এসব প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বহুবিধ এবং সার্বজনীন। বর্তমানে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয় অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে গভীরতর। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসরণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা কমিটিসমূহ যথাসময়ে গঠিত হওয়ায় এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয়। ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল আযহা ও দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার কারণে এ সময়ে রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য ছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে।

অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে ঈদের সময় মানুষের বাড়িতে ফেরা ও কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন অনেকটা ছিল নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে যানযটের তীব্রতাও সহনীয় পর্যায়ে। বিশেষ করে বিগত দু'টি ঈদে মানুষ পরিবার পরিজনের সাথে আনন্দঘন পরিবেশে ঈদের ছুটি উপভোগ শেষে যানজটমুক্ত পরিবেশে নিরাপদে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করেছে।

সীমান্তে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করায় কোরবানির পশুর চামড়া পাচার হতে পারেনি। ডিজেল ও রাসায়নিক সার সীমান্ত পথে পাচার না হওয়ায় কৃষি উৎপাদনে এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।
স্বাধীনতাবিরোধীদের ধ্বংসাত্মক ও জীবননাশী কর্মকাণ্ডের সময় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে আনসার বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করার ফলে রেলপথে নাশকতার ঘটনা উলেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত সহিংসতা ও হামলার ঘটনা মোকাবিলায় প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং র‍্যাব, বিজিবি ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে কোর কমিটি গঠন করা হয়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে গঠিত জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জঙ্গিবাদবিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ, জঙ্গিবাদবিরোধী ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম, বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ ও প্রচার এবং মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত না করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সফল অভিযানের মাধ্যমে জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত মূল ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে এর মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এছাড়াও গত ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ দেশে জঙ্গিবাদের অর্থের উৎস অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদার এবং এ কার্যক্রমে অধিকতর সমন্বয়ের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে সভাপতি করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। উক্ত টাস্কফোর্সের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন ও জঙ্গি সংগঠনসমূহের অর্থের উৎস অনুসন্ধান বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.১২ বিভিন্ন দেশের সাথে সফর বিনিময় ও দ্বিপাক্ষিক সভা

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রতিবেশী দেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তরিক-ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ভারতের সাথে নিম্নবর্ণিত সফর বিনিময় ও দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

১.১৩ বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সভা

বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের ৫ম সভা গত ২৭-২৯ জুলাই ২০১৬ তারিখে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশর পক্ষে জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১২ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। অপর পক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ভারতের মানীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব রাজনাথ সিং।

১.১৪ বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের সভা

বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের ১৮তম সভা গত ৫-৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের পক্ষে জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১১ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। অপরপক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন Shri Rajiv Mehrishi, Union Home Secretary.

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন-ভিসা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদক পাচার, অস্ত্র চোরাচালান, সীমানা নির্ধারণ, সীমান্ত হত্যাকাণ্ড, সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ দু'দেশের সীমান্ত সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে বাংলাদেশ ও ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে প্রায় নিয়মিত সভাসহ উভয় দেশের মধ্যে Joint Working Group (JWG) সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

বর্তমান সরকারের সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে প্রতিবেশী দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে সন্ত্রাসবাদ দমনসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে একাধিক সমঝতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক অনুবিভাগের আওতাধীনে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হয়।

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে চীনের রাষ্ট্রপতি H.E. Xi Jinping বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে Memorandum of Understanding between the Ministry of Public Security of the People's Republic of China and the Ministry of Home Affairs of the People's Republic of Bangladesh on Strengthening Cooperation in Counter Terrorism শিরোনামে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ পক্ষে সমঝোতা স্মারকটিতে স্বাক্ষর করেন জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অপর দিকে, চীনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশস্থ চীনের মাননীয় রাষ্ট্রদূত Mr. Ma Mingqiang. এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

গত ৭-১০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে SOP for Providing Security and Logistics Support To BGB for Construction of BOPs in Chittagong Hill Tracts, Bangladesh শিরোনামে একটি SOP স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ পক্ষে SOP টিতে স্বাক্ষর করেন জনাব আবুল হোসেন, এনডিসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ অপর দিকে, ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন K K Sharma, IPS Boder Security Force, India. এ SOP স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্য সংলগ্ন বেশ কিছু দুর্গম এলাকায় ভারতের রাস্তা ও ভূখণ্ড ব্যবহার করে বিওপি নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের যানবাহন ও শ্রমিক চলাচল নিশ্চিতকরা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুর্গম এলাকায় নজরদারী বৃদ্ধি করে অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনা রোধসহ চোরাচালান প্রতিরোধে অধিকতর সফলতা আনা সম্ভব হবে।

১.১৫ গোয়েন্দা তৎপরতা

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয় অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে গভীরতর। জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ০৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা। কমিটিসমূহ যথাসময়ে গঠিত হওয়ায় এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয়। ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল আযহা ও দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকার কারণে এ সময়ে রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য ছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে।

অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বিগত পাঁচ বছরে ঈদের সময় মানুষের বাড়িতে ফেরা ও কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন ছিল অনেকটা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে যানজটের তীব্রতাও ছিল সহনীয় পর্যায়ে। বিশেষ করে বিগত দু'টি ঈদে মানুষ পরিবার পরিজনের সাথে আনন্দঘন পরিবেশে ঈদের ছুটি উপভোগ শেষে যানজটমুক্ত পরিবেশে নিরাপদে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করেছে।

সীমান্তে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করায় কোরবানির পশুর চামড়া পাচার হতে পারেনি। ডিজেল ও রাসায়নিক সার সীমান্ত পথে পাচার না হওয়ায় কৃষি উৎপাদনে এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলিক্ষিত হয়েছে।

স্বাধীনতা বিরোধীদের ধ্বংসাত্মক ও জীবননাশী কর্মসূচির সময় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে আনসার বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করার ফলে রেল পথে নাশকতার ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত সহিংসতা ও হামলার ঘটনা মোকাবিলায় প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং র‍্যাব, বিজিবি ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে কোর কমিটি গঠন করা হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সফল অভিযানের মাধ্যমে জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত মূল ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে এর মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

১.১৬ জাতীয় পর্যায়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন

সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে জাতীয় পর্যায়ে মানব পাচারবিরাধী আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি নিয়মিত দ্বিমাসিক সভা করে কাজ করেছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও মানব পাচার প্রতিরোধে (Counter Trafficking Committee) কমিটি কাজ করেছে। কমিটি নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং সকল ধরনের মানব পাচার বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, পাচারকৃত ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মানব পাচারের ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে নিয়োজিত। এর ফলে বাংলাদেশের মানব পাচারবিরোধী কর্মকাণ্ডে এক নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে।

১.১৭ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় কমিটি

সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে মানব পাচার প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট ১৪ মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর এবং বেসরকারি আর্ন্তজাতিক ও দেশীয় এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি রয়েছে। এই কমিটি প্রতি দুই মাস পর পর নিয়মিত সভা করে। বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থায়ীভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানব পাচার প্রতিরোধে কোন সমস্যা হলে সভায় আলোচনা করে তা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারি কোন নীতিমালা বাস্তবায়নে সমস্যা সৃষ্টি হলে তা নিরসনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ যাবৎ এই কমিটি ৮৯টি সভা করেছে। এ কমিটি মানব পাচার দমন আইন-২০১২ এর ইংরেজি অনুবাদ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। এছাড়া বিধিমালা (১) "মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিধিমালা- ২০১৭" (২) "জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা বিধিমালা- ২০১৭" (৩) "মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল বিধিমালা-২০১৭" প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিধিমালা সমূহের ইংরেজি অনুবাদ এর কার্যক্রম চলমান আছে।

১.১৮ মনিটরিং সেল গঠন

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এবং প্রত্যেক জেলার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে মনিটরিংসেল গঠন করা হয়েছে। মানব পাচারবিরোধী কর্মকাণ্ডে বিশেষত পাচার সংক্রান্ত অপরাধের দ্রুত বিচারে এসব সেল বিশেষভাবে কাজ করে আসছে। মানব পাচার সংক্রান্ত মামলা মনিটরিং কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে এবং মামলাসমূহ দ্রুত (পর্বভিত্তিক) নিস্পত্তির জন্য আইন ও বিচার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১.১৯ পাচারকৃত নারী ও শিশু উদ্ধার সংক্রান্ত (আর, আর, আর, আই) টাস্কফোর্স

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মানব পাচার প্রতিরোধ বিশেষতঃ নারী ও শিশু পাচার এবং ভিকটিম উদ্ধার, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন (আর, আর, আর, আই) সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আর্ন্তজাতিক সংস্থা এবং জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ বাংলাদেশ) এর সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স রয়েছে, যা অদ্যাবধি মানব পাচার রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। মানব পাচারের শিকার ভিকটিমদের উদ্ধার, নিজ দেশে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া যথাযথ ও ফলপ্রসূ করার জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর (RRRI) Taskforce সেল কাজ করছে। এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান এতদসঙ্গে সংযুক্ত হলো। (সংলাপ-ক)।

১.২০ (RRRI) টাস্কফোর্সের কার্যক্রমসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল

(ক) উদ্ধারকৃত পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের জণ্য একটি ডাটাবেইজ পরিচালনা করা।

(খ) শিশুবান্ধব সেবাসমূহ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ড, সিআইডি সদস্যবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(গ) ভিকটিমদের উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের জন্য বিভিন্ন গন্তব্য রাষ্ট্রসমূহ বিশেষতঃ ভারতের সাথে মানব পাচার রোধ সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে সভা অনুষ্ঠান।

(ঘ) ভারতে উদ্ধারকৃত ভিকটিমদের নিজ দেশে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রত্যাবাসনের জন্য বিভিন্ন আইনানুগ প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Memorandum of Understanding (MoU) প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত।

(ঙ) ভিকটিমদের নিজ ও গন্তব্য দেশ হতে উদ্ধার, নিরাপদ প্রত্যাবাসনের ও পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/ বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন।

(চ) উদ্ধারকৃত ভিকটিমদের প্রত্যাবাসনের জন্য নাগরিকত্ব যাচাই-বাছাইপূর্বক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিজ দেশে ফেরত আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ছ) প্রত্যাবাসী ভিকটিমদের পুনঃপাচার রোধ এবং সামাজিকভাবে একীভূত করার লক্ষ্যে সরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার অংশগ্রহণে জীবন-জীবিকা আয়ে সহায়তা প্রদান করা।

১.২১ মানব পাচার প্রতিরোধে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত টাস্কফোর্সের দ্বি-পাক্ষিক সভার বিবরণ

বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে নারী ও শিশু পাচার রোধ, উদ্ধার ও প্রত্যাবাসনের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত একটি টাস্কফোর্স গঠনের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এ পর্যন্ত মোট ৫টি দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বশেষ দ্বি-পাক্ষিক সভাটি ২০১৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাচারকৃত ভিকটিমদের সত্বর প্রত্যাবাসনের কাজ সম্পন্ন করা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। এছাড়া Coordinated Border Management Plan (CBMP) অনুসারে BGB এবং BSF কর্তৃক বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্তবর্তী প্রবেশ-পথে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১.২২ পাচারের শিকার নারী ও শিশুর প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশ ও ভারতের ক্ষেত্রে প্রজোজ্য আদর্শ কর্মপরিচালনা পন্থা (SOP)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভিকটিমদের নিজ দেশে গ্রহণে/প্রেরণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, উন্নয়ন সংস্থা এবং অধিকারকর্মীদের জন্য পালনীয় একটি আদর্শ কর্মপরিচালনা পন্থা প্রস্তুত করেছে। এই কর্মপন্থায় ভিকটিমদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন এবং পুনঃএকত্রীকরণের জন্য আট রকমের কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়। বিশদভাবে বলা যায়, ভিকটিমদের চিহ্নিতকরণ ও উদ্ধারের সাথে সাথে তাদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, প্রত্যাবাসনের অনুমতি, প্রত্যাবাসন এবং ভিকটিমদের প্রত্যাবাসিত দেশে গ্রহণ এসব বিষয়ে পালনীয় নিয়ম এবং কর্মোপযোগী পন্থা বা কার্যপদ্ধতি দেয়া হয়েছে এই কর্মপন্থায়। উল্লেখ্য, নতুন করে Child Protection and Monitiring প্রকল্পের আওতায় www.cpmpsd.gov.bd নামে আর.আর.আর.আই টাস্কফোর্সের একটি ওয়েবসাইট হয়েছে।

১.২৩ মানব পচার পরিস্থিতি নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতি বছর মানব পাচার দমন সংক্রান্ত দেশীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করে। এতে সরকারি এবং বেসরকারি বাস্তবায়ন সংস্থার মানব পাচার প্রতিরোধ এবং ভিকটিমদের সুরক্ষা প্রদানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের বিশদ বিবরণ থাকে। উল্লেখ্য, Country Report ২০০৭ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। Country Report ২০১৬ এর প্রকাশনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ।

১.২৪ মানব পাচার অপরাধের বিচার ও অপরাধীদের তথ্য ভাণ্ডার

গত কয়েক বছরে পাচারকারীদের গ্রেফতার, বিচার এবং শাস্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অন্যতম কারণ সম্ভবত পাচারসংক্রান্ত অতি গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলোর উপর নিরন্তর নজরদারি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) এর তত্ত্বাবধানে একটি মামলা মনিটরিং কমিটি প্রতিনিয়ত চলমান মামলাসমূহ ও পেন্ডিং মামলা পর্যালোচনা করে মামলা নিষ্পত্তিতে ব্যবস্থা নিচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ পুলিশ পাচারকারীদের তথ্য নিয়ে একটি সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। এতে পাচার অপরাধ, পাচারকারীদের বিচার সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং পাচারের শিকার ব্যক্তিদের স্বার্থ-সংক্রান্ত তথ্যাবলী মজুদ করা হয়েছে।

১.২৫ মানব পাচার মামলার তথ্যচিত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
০১	মামলার সংখ্যা	২০৯	৩৬৬	৬৮২	১০২৮	৬৭৭
০২	পাচারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা	৪২২	১৩১২	২৮০৯	১৮১৫	৭৭০
০৩	উদ্ধারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা	৩৩৩	১০৯০	২৬২১	১৩০৬	৫২৩
০৪	পুনর্বাসিত ব্যক্তির সংখ্যা	৩৩১	১০৯০	২৬২১	১৩০৬	৫২৩
০৫	আটককৃত পাচারকারীর সংখ্যা	১২৮	৪৫৮	৮০৮	১৫৪০	১৩৬১
০৬	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৪৫	৪২	৫৮	৬৮	৬৮
০৭	দণ্ডাদেশ প্রদত্ত মামলার সংখ্যা	০৮	০৬	০৮	০২	০১
০৮	দণ্ডপ্রাপ্ত পাচারকারীর সংখ্যা	১১	১২	১৫	০৪	০৩
০৯	খারিজকৃত মামলার সংখ্যা	৩৭	৩৬	৪৬	৩৩	১৪

১.২৬ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২৭ মানব পাচার প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৫-২০১৭ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

মানব পাচার একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং মানব পাচারকারীরা আন্তর্জাতিক চক্রের সাথে জড়িত। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১২-২০১৪) এর ধারাবাহিকতায় মানব পাচার প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৫-২০১৭ বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকল Stakeholder-দের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ২৩ জুন ১টি জাতীয় সম্মেলন হয় এবং ২০১৭ এর শেষ প্রান্তে মূল্যায়নের জন্য ২৮-২৯ নভেম্বর ১টি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মানব পাচার রোধ সংক্রান্ত সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশমালা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিবেচনাধীন আছে।

RRRI Task Force Cell

Trafficking Victims Database Report Between Bangladesh & India

Year wise Trafficking Victims Report 1st January / 2011 to 20 December / 2017

SL	Year	Receive in MoHa From NGOs MoFA & BDHC	Send to SB for Verification	Receive From SB			Pending at SB	Send to MoFA	Final Repatriat icon	Pending at MoFA
				Yes	No	Total				
		1	2	3	4	5=3+4	6=2-5	7	8	9=7-8
1	Jan- Dec-2011	483	483	316	51	367	116	316	39	277
2	Jan- Dec-2011	546	546	427	31	458	88	427	135	292
3	Jan- Dec-2013	1219	1219	960	153	1113	106	960	270	690
4	Jan- Dec-2014	2044	2044	1512	509	2021	23	1512	422	1090
5	Jan- Dec-2015	2470	2470	1590	711	2301	169	1590	326	1264
6	Jan- Dec-2016	2201	2201	1268	654	1922	279	1268	216	1052
7	Jan- 10Dec-2017	468	468	253	45	298	170	253	55	178
	Total	**9431**	**9431**	**6326**	**2154**	**8480**	**951**	**6326**	**1463**	**4843**

সাল	পিস্তল	রিভলবার	রাইফেল	বন্দুক/শটগান	মোট
২০১৬	৫৫৫ টি	-------	------	৪২ টি	৫৯৭ টি
২০১৭	৪৮৫ টি	-------	------	১২৫ টি	৬১০ টি
মোট	১০৪০ টি পিস্তল			১৬৭ টি শটগান	১২০৭ টি

"জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক-৫ অধিশাখায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রশাসনিক কার্যাদিসহ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগের তদন্ত, সিআইপি মনোনয়নের নিমিত্ত তাদের যাবতীয় প্রাক তথ্যাদি যাচাই, মানি লন্ডারিং এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সম্মেলনের সভা আহ্বানের কার্যাদি সম্পাদন করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থা কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১০টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন প্রসিকিউশন শাখায় দাখিল করা হয়। ট্রাইবুনাল কর্তৃক ৪টি মামলায় ১৯ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হয়। তার মধ্যে ৭ জনের মৃত্যুদন্ড ও ১২ জনকে আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া নতুন ৯টি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং মামলাগুলোর তদন্ত কর্যক্রম চলমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনির মোট ৪০ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রয়োজন মাফিক অন্যান্য কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দানের কাজ চলছে। একই অর্থ বছরে ২৮০১ বর্গফুট জায়গায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ৬ তলা অফিস ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

১.২৮ বিদেশি নাগরিকদের পার্বত্য জেলাসমূহে ভ্রমণের অনুমতি

দেশের নিরাপত্তা ও ভ্রমণকারির নিরাপত্তার স্বার্থে পার্বত্য জেলাসমূহে বিদেশি নাগরিকগণের ভ্রমনের বিষয়ে গোয়েন্দাসংস্থার মতামত গ্রহণকরতঃ নিরাপদ ভ্রমণ ও দেশের সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

১.২৯ জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন

জাতীয় সংসদ নির্বাচন, উপজেলা পরিষদের নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের অন্য সকল নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন বাহিনী মোতায়েন এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ কার্যক্রম বিগত সময়ে সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে।

১.৩০ গার্মেন্টস শিল্প/কারখানায় সহিংসতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্প উন্নয়নে, শ্রমিকদের অসন্তোষ প্রশমনে, মালিক শ্রমিক সম্পর্কে উন্নয়নে এবং স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শিল্প পুলিশ গঠন করা হয়েছে। শিল্প পুলিশ গার্মেন্টস শ্রমিক অসন্তোষ ও সহিংসতারোধে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিক আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে আইএলও-এর পরামর্শে শ্রামিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। যে কারণে বিভিন্ন সময় গার্মেন্টস শিল্পে সহিংসতা ঘটনার সূত্রপাত হলেও তা অতি দ্রুত নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।

১.৩১ জঙ্গিবাদ ও জঙ্গি সংগঠনের অপতৎপরতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

জঙ্গিবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিসহ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে গত ২৪/০৪/২০০৯ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১৭ (সতের) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি ইতিমধ্যে ১৬টি সভা করেছে এবং সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জঙ্গিবাদের নৈতিবাচক দিক তুলে ধরে ডকুমেন্টারি, নাটক, শর্টফিল্ম, বিজ্ঞাপন চিত্র, ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক/প্রিন্ট মিডিয়া ও গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। ইলেক্ট্রনিক/প্রিন্ট মিডিয়াসমূহ কর্তৃক Corporate Social Responsibility হিসেবে জঙ্গিবাদবিরোধী প্রচারনার উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩১ বিভিন্ন দিবস ও উৎসবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ

বিশ্ব ইজতেমা, ঈদ-উল আযহা, বড়দিন, দুর্গাপূজা, নববর্ষ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, থার্টি ফার্স্ট নাইট, শোক দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উৎসব/অনুষ্ঠানে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে জনসাধারন ভালোভাবে বিপণীবিতানে কেনা-কাটা ও উৎসব পালন করতে পেরেছে। কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এছাড়াও এ অধিশাখা হতে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে :

(১) জরুরি অবস্থান ঘোষণাসংক্রান্ত কার্যাবলী।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তিসংক্রান্ত বিষয়।

(৩) আইসিসি/বিসিবি কর্তৃক ক্রিকেটসহ অন্যান্য ক্রীড়া ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক কেবিনেট/গঠিত কমিটির সার্বিক কার্যক্রম সংক্রান্ত।
(৪) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের যৌথ অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি।
(৫) বিদেশি বিমান জরুরি অবতরণ।
(৬) রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র-শিক্ষক, কোন বিশেষ সম্প্রদায়, ধর্মীয় সংগঠন, সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবীদের সংগঠন, অন্যান্য পেশাজীবীদের সংগঠন এবং তাদের কার্যাদি সংক্রান্ত রিপোর্ট।

১.৩২ উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা

পুলিশ অধিদপ্তরের ৪৮টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ পুনঃনির্মাণ, নব-গঠিত ১২টি থানার প্রশাসনিক-কাম- ব্যারাক ভবন নির্মাণ, ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নির্মাণ, ১০টি পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ, সিআইডির ৪৫টি অফিস ভবন নির্মাণ এবং ৬০টি তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত ৩২,০৩১টি পদ ও পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত ৫০,০০০ পদের মধ্যে অদ্যাবধি ৪৫,৭৬৩টি পদ সৃজিত হয়েছে অর্থাৎ (৩২,০৩১+ ৪৫,৭৬৩) = ৭৭,৭৯৪টি পদ সৃজিত হয়েছে।

নতুন মডেল থানা ও ব্যারাক হাউজ নির্মাণ

নদীপথের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে ২০১৩ সালে নৌ-পুলিশ ইউনিট গঠন এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৩ সালে বিভিন্ন পদবির ৭৪৭টি পদ সৃজন করা হয়। পরবর্তীতে নৌ পুলিশ ইউনিটের কার্যক্রম আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নৌ-পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে ২০১৬ সালে বিভিন্ন পদবির ৭১২টি পদ সৃজনের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। নৌ-পুলিশ ইউনিট গঠনের ফলে বিগত ৪ বছর যাবত কার্যকরভাবে জাটকা নিধন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ নৌ পথে সম্পদ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

র‍্যাবের আভিযানিক কার্যক্রমসমূহ মূলত জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতিফলন যার সুফল জনমনে অনস্বীকার্য। এছাড়াও র‍্যাব আভিযানিক কার্যের পাশাপাশি জনসচেতনতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে Poster, Leaflet, Stickerসমূহ দেশের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ এবং দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন ও বিতরণ করেছে এবং জনগণকে সেবা নিশ্চিতকল্পে জনবহুল স্থানে র‍্যাবের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নম্বরসমূহ প্রচার করেছে। বিভিন্ন জঙ্গিবিরোধী সভার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করেছে। ২০১৫ সাল হতে বিশ্ব ইজতেমা চলাকালীন সময়ে মুসল্লীদের চিকিৎসা সুবিধাসহ র‍্যাব সেবামূলক বাস সার্ভিস চালু করেছে। ২০১৭ সালে চট্টগ্রামে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটনাপরবর্তী রোহিঙ্গারা যাতে সারাদেশে ছড়িয়ে না পড়ে এবং জনজীবনে এর প্রভাব না পড়ে সেজন্য র‍্যাবকে জনকল্যাণমূলক ভূমিকায় মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর থেকেই যুগপৎভাবে র‍্যাবকে শক্তিশালীকরণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে আসছে। র‍্যাবের গুরুত্ব উপলব্ধিপূর্বক জুলাই ২০১২-তে দক্ষিণাঞ্চলে জলদস্যু ও বনদস্যু

নির্মূলে মহাপরিচালক র‍্যাব ফোর্সকে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ করে উপকূলীয় জেলাসমূহে টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করেছে সরকার। এছাড়াও গত ডিসেম্বর ২০১৩-তে রংপুর ও ময়মনসিংহে দুইটি ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১৩ ও ১৪) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৭ সালে বোম্ব স্কোয়াড এর সাথে যোগ হয়েছে ও IEDD (Improvised Explosive Device Disposal) Response Vehicle যা র‍্যাবকে বোম্ব ডিসপোজাল সক্ষমতায় অন্য মাত্রায় স্থাপন করেছে। গঠন করা হয়েছে Special Team এবং তাদেরকে আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়েছে। র‍্যাবের এয়ার উইং এ ২০১৩ সালে ০২টি হেলিকপ্টার এবং সম্প্রতি GPU (Ground Power Unit) এবং রিফুয়েলার যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিশেষায়িত সরঞ্জামাদি সম্বলিত ৫০০ কোটি টাকার ০২টি এবং ৩০০ কোটি টাকার ০১টি ডিপিপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নব নিয়োগপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের পাসিং আউট প্যারেড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে পিলখানায় সীমান্ত ব্যাংক উদ্বোধন করেন।

বিজিবি সদস্যদের বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের সুবিধার জন্য বিজিবিতে 'সীমান্ত ব্যাংক' নামে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সীমান্ত ব্যাংকের লোগো আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বিজিবি মহাপরিচালকের কাছে সীমান্ত ব্যাংকের 'লেটার অব ইনটেন্ট' হস্তান্তর করেছেন। পরবর্তীতে গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সীমান্ত ব্যাংক উদ্বোধনেরর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দেশের আর্থসামাজিক কাঠামোকে সুসংহত করাসহ কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ৯৭ জন নারীকে বিজিবিতে সৈনিক পদে ভর্তি করা হয়। তাদেরকে সফলভাবে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে। ইউনিট পর্যায়ে পুরুষ সৈনিকের পাশাপাশি নারী সৈনিকরা সুচারুরূপে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও ২০১৬ সালে ৮৯তম ব্যাচে ৯৪ জন এবং ৯০তম ব্যাচে ৯৭ জন নারী সৈনিক ভর্তি করা হয়েছে। ২০১৭ সালে ৯১তম ব্যাচে ৫০ জন এবং ৯২তম ব্যাচে ৫০ জন নারী সৈনিক ভর্তি করা হয়েছে। আগামী বছরগুলোতে নারী সৈনিক ভর্তির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

নবনিযুক্ত বিজিবি'র নারী সদস্যগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন

১.৩৩ সীমান্তে সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন

২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে যশোর জেলাধীন পুটখালী সীমান্তে সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে টেকনাফ সীমান্তে সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এই সিস্টেম স্থাপন করা হলে বিজিবি'র কার্যক্রম আরও দ্রুত এবং ফলপ্রসূ হবে। দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, অস্ত্র-গোলাবারুদসহ বিস্ফোরক দ্রব্য চোরাচালান প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং সর্বোপরি আন্ত সীমান্ত এলাকায় দুস্কৃতকারী দমনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মায়ানমার সীমান্তে স্মার্ট বর্ডার সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সীমান্তে স্থাপনকৃত সার্ভিলেন্স সিস্টেম

ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে ইতোমধ্যে ৪টি ব্যাটালিয়ন এবং ৬০টি বিওপি সৃজনের মাধ্যমে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্তের মধ্যে ৩৯২ কিলোমিটার সীমান্ত নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। আগামী ১ বছরের মধ্যে সকল অরক্ষিত সীমান্তকে নজরদারির আওতায় আনা হবে। ল্যান্ড বাউন্ডারি অ্যাগ্রিমেন্ট অনুসমর্থনের ফলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ছিটমহল বিনিময়ের পাশাপাশি ৬.৫ কিলোমিটার অচিহ্নিত সীমান্ত চিহ্নিতকরণপূর্বক পিলার নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

১.৩৪ সমুদ্রসীমা ও উপকূলীয় সম্পদ সুরক্ষা

বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনী জন্মলগ্ন থেকে সময়ের পথ পরিক্রমায় সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলের জনগণের জানমালের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষায় আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা ও শৃংখলা বিধান এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় কোস্ট গার্ড বাহিনীকে একটি যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্যারামিলিটারি ফোর্স হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে । কোস্ট গার্ড রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল

বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল (ওপিভি)

কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উত্তরোত্তর সফলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্র সীমানার উপর নজরদারী বৃদ্ধি করতে বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় G-to-G ক্রয় প্রক্রিয়ায় ইতালী নৌবাহিনী হতে ০৪টি অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল (ওপিভি) ক্রয় করা হয়েছে যার মধ্যে দু'টি সিজিএস সৈয়দ নজরুল এবং সিজিএস তাজউদ্দিন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক চট্টগ্রামে কমিশনিং এর মাধ্যমে গত ১২ জানুয়ারি ২০১৭ কোস্টগার্ড বহরে সংযোজিত হয়েছে। অবশিষ্ট দু'টি জাহাজ সিজিএস মনসুর আলী এবং সিজিএস কামরুজ্জামান গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ বাংলাদেশে (মংলা বন্দরে) আগমন করে কমিশনিং সংযোজনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রথমবারের মতো গভীর সমুদ্রগামী অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল (ওপিভি) সংযোজনের ফলে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় (EEZ) কোস্টগার্ড বাহিনীর নজরদারী ও টহলদানের সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোস্ট গার্ড প্রশিক্ষণ ঘাঁটি

কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠা লাভের পর হতে দেশের বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জলদস্যুতা দমন, সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা বিধান, সুন্দরবনের পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনজ সম্পদ রক্ষা, মানব পাচার রোধ এবং মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযানে সার্বক্ষণিক তৎপরতা রয়েছে এবং দিন দিন এর কর্মপরিধি ও জনবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে কোস্টগার্ড বাহিনীর পোশাকধারী জনবল বাংলাদেশ নৌবাহিনী হতে প্রেষণের মাধ্যমে নিয়োজিত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এ বাহিনীর নিজস্ব জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ''পটুয়াখালীতে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাহিনীর প্রশিক্ষণ ঘাটি নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৪৩৫৬.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ঘাটি নির্মাণকার্য সমাপনান্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বর্ণিত প্রশিক্ষণ ঘাঁটির জন্য ৫১৮ জন সামরিক/বেসামারিক কর্মকর্তার পদ সৃজন করা হয়েছে।

১.৩৫ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকায়ন

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সারাদেশে সর্বমোট ৪০টি ব্যাটালিয়ন রয়েছে। এ ব্যাটালিয়নগুলি অস্থায়ী সেমিপাকা ব্যারাকে পরিচালিত হচ্ছিল। বর্তমান সরকারের সময় ব্যাটালিয়নসমূহের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে আধুনিকায়ন ও স্থায়ী ভবন নির্মাণের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রায় ২০৩.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম পর্যায় ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। যার মধ্যে প্রায় সবকটির মূল কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে ০১টি সুইমিং পুল, ০১টি অফিসার্স মেস এবং ০২টি মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ সেড নির্মাণ করা হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতিতে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের বেতন ভাতাদি পরিশোধের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এর ফলে অঙ্গীভূত আনসারগণ তাদের স্ব স্ব কর্মস্থলে নিয়োজিত থেকে বেতন-ভাতাদি স্বল্প সময়ে উত্তোলন করতে পারছে।

১.৩৬ তথ্যপ্রবাহ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন

বর্তমানে টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ব্যাপকতার পরিধি ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে। বিশ্বব্যাপী টেলিযোগাযোগের অভূতপূর্ব উন্নয়ন এবং অবাধ তথ্য প্রবাহের কারণে সংবেদনশীল তথ্যের অযাচিত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ কার্যক্রমে প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং নানাবিধ সম্ভাব্য অপতৎপরতা রোধসহ দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে National Telecommunication Monitoring Centre (NTMC) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। শুরুতে এ সংস্থাটির কার্যালয় ছিল ডিজিএফআই ভবনে। ০১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এটির কার্যালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণভাণ্ডার এর পাশে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তর করা হয়।

NTMC ভবনের শুভ উদ্বোধন

এ সংস্থাটি Law Enforcement Agency (LEA)সমূহকে ইন্টারসেপশন সহায়তা প্রদান তথা জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ লক্ষ্যে Lawful Interception (LI) সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিসমূহকে নতুন প্রযুক্তির সাথে Upgradation করা হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ সামগ্রিক জাতীয় নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে নতুন Integrated Lawful Interception System (ILIS) এর যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। একটি নিরাপদ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য আধুনিক ও উন্নত তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংস্থাটির আধুনিকায়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১.৩৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মোট ১৮টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এর মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	ধরণ	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির তারিখ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	প্রতিশ্রুতি	পুলিশ সদস্যদের ০২ সেট পোশাক ও ০১টি ফুল শার্টের পাশাপাশি অতিরিক্ত ০১ সেট ইউনিফর্ম প্রদান।	২৩-০১-২০১৭	বাস্তবায়িত
২	প্রতিশ্রুতি	কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণ।	১১-০২-২০১৬	বাস্তবায়নাধীন
৩	প্রতিশ্রুতি	আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।	১১-০২-২০১৬	প্রক্রিয়াধীন
৪	প্রতিশ্রুতি	ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসা হবে।	১১-০২-২০১৬	প্রক্রিয়াধীন
৫	নির্দেশনা	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে।	১১-০৫-২০১৬	চলমান
৬	নির্দেশনা	জঙ্গিবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনাকারী এবং নাশকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।	২০-০৪-২০১৬	চলমান

১.৩৮ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ''২০৩০ এজেন্ডা'' গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি, ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ''২০৩০ এজেন্ডা'' এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত দু'দশকে দারিদ্র্য বিলোপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছেলে-মেয়েদের হারে সমতা, পাঁচ বছরের নীচে শিশু-মৃত্যুর হার, মাতৃ-মৃত্যুর হার কমানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য নন্দিত ও বিশ্ব স্বীকৃত। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত ''টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'' অর্জনেও বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ অভীষ্ট-১৬ (Goal -16) এর ৯টি সূচকের (Indicators) এর বিপরীতে লিড বিভাগ হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। ইতোমধ্যেই বর্ণিত সূচকসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে SDG বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (Monitoring & Evaluation Framework) প্রণীত হয়েছে। উল্লিখিত সূচকসমূহের মধ্যে ১৬.১.১ এবং ১৬.২.২ উল্লেখযোগ্য। এ সূচকসমূহের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

১৬.১.১ : লিঙ্গ ও বয়সভেদে প্রতি ১ লক্ষ জনে পরিকল্পিত খুন (Intentional Homicide) এর শিকার এমন মানুষের সংখ্যা।

১৬.২.২ : লিঙ্গ, বয়স ও শোষণের ধরনভেদে প্রতি ১লক্ষ জনে মানব পাচারের শিকার এমন জনসংখ্যা।

উপর্যুক্ত দু'টি সূচকের বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বে বাংলাদেশ পুলিশ। পাশাপাশি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এরও এক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য এসডিজি সূচক ১৬.১.১ (পরিকল্পিত খুন) এবং ১৬.২.২ (মানব পাচারের শিকার জনসংখ্যা) এর বিপরীতে অর্জন:

সূচক	ভিত্তি বছর (২০১৫)	লক্ষ্যমাত্রা			অর্জন ২০১৭
		২০২০	২০২৫	২০৩০	
১৬.১.১	মোট -১.৮ পুরুষ-১.৪ নারী-০.৪	মোট -১.৬ পুরুষ-১.৩ নারী-০.৩	মোট -১.৫ পুরুষ-১.২ নারী-০.৩	মোট-১.০ পুরুষ-০.৯ নারী-০.১	মোট-১.৬৫ পুরুষ-১.২৩ নারী-০.৪২
১৬.২.২	মোট -০.৮৫ পুরুষ-০.৫৩ নারী-০.৩২	মোট-০.৫	মোট-০.৩	মোট-০.০	মোট-০.৫৮ পুরুষ-০.৩৬ নারী-০.২২

১.৩৯ চ্যালেঞ্জ

১. ড্যাটা গ্যাপ;
২. অপ্রতুল বিভাজিত উপাত্ত (Disagreegated Data);
৩. দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা;
৪. যথাযথ সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতি।

১.৪০ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ২০১৭ সালের সমন্বিত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদনের সংখ্যা।	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা।	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা।	আপীল নিস্পত্তির সংখ্যা।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৫	০৩	০২ (আইন মোতাবেক চাহিত তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয়।)	--	--	--	–	--	--

১.৪১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ সব কার্যক্রমের আওতায় মন্ত্রণালয়ে যথারীতি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়াও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহ হতে নিয়মিতভাবে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়ে থাকে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৬-২০১৭

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই/২০১৬ জুন/২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৬-ডিসেম্বর/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৭-মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা											
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	১০	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
১.২ অংশীজনের অংগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০০	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
২. সচেতনতা বৃদ্ধি											
২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০৬	০৬	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
২.২ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	২০০	৭৫০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৬০	৬০	৮০	
						প্রকৃত অর্জন					
৩. আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার											
৩.১ 'কর্মকর্তা ও কর্মচারী (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৯ সংশোধন	সংশোধিত বিধিমালা	%	যুগ্মসচিব (অগ্নি)	০০	নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৯ সংশোধন	লক্ষ্যমাত্রা	নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের জন্য অভ্যন্তরীণ সভা আহ্বান	নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের জন্য খসড়া প্রস্তুতকরণ	নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের জন্য সম্মতি চেয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের সম্মতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.২ অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধন	সংশোধিত বিধিমালা	%	যুগ্মসচিব (অগ্নি)	২৫	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪ সংশোধনের জন্য সুপরিশমালা প্রণয়ন	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০১৪ সংশোধনের উপলক্ষে ভেটিং এর জন্য	আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ	অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রাপ্তি সাপেক্ষ SRO জারিকরণ	
					২০১৪ সংশোধন			আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ			
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৩ The Bangladesh Fire Service Medal Regulations, 1983 সংশোধন	সংশোধিত রেগুলেশন	%	যুগ্মসচিব (অগ্নি)	২৫	The Bangladesh Fire Service Medal Regulations 1983 সংশোধন চুড়ান্তকরণ	লক্ষ্যমাত্রা	রেগুলেশন সংশোধনের বিষয়ে খসড়া প্রণয়ন	রেগুলেশন সংশোধনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত গ্রহণ	রেগুলেশন সংশোধনের বিষয়ে অর্থ ভিগের মতামত গ্রহণ	রেগুলেশন সংশোধনের বিষয়ে ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৪ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আইন, ২০১৬ এর অধীন প্রবিধানমালা প্রণয়ন	প্রণীত বিধিমালা	%	অতি: সচিব (আসী)	২৫	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আইন, ২০১৬ এর অধীন বিধিমাল প্রণয়নের কার্যক্রম চুড়ান্তকরণ	লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত বিধিমালার খসড়া প্রণয়নের জন্য অভ্যন্তরীন কমিটি গঠন	প্রস্তাবিত বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন	খসড়া বিধিমালা বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত গ্রহণ	অর্থ বিভাগের সম্মতির পর ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	
						লক্ষ্যমাত্রা					

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই/২০১৬ জুন/২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৬-ডিসেম্বর/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৭-মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
৩.৫ বাংলাদেশ কোস্টগার্ড আইন ২০১৬ এর অধীন প্রবিধানমালা প্রণয়ন						লক্ষ্যমাত্রা					প্রণীতব্য বিধির প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রবিধি প্রণীত হবে বিধায় এ সংক্রান্ত বিধির খসড়া প্রণয়নের পর প্রবিধি প্রনয়নের কার্যক্রম গৃহীত হবে। ফলে আপাতত এই কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৬ বাংলাদেশ পুলিশ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন	গ্রণীত আইন	%	অতি: সচিব (পুলিশ)	-	বাংলাদেশ পুলিশ আইন ২০১৩ প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রণয়ন	প্রস্তাবিত আইনের খসড়া যাচাইকরণ	খসড়া আইনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ	খসড়া আইনের বিষয়ে ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	বিষয়টির আপাতত প্রয়োজন নেই বিধায় এই কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৭ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন ২০১৪ প্রণয়ন	গ্রণীত আইন	%	অতি: সচিব (আইন ও পরিকল্পনা)	২৫	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন)	লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রণয়ন	প্রস্তাবিত আইনের খসড়া যাচাইকরণ	খসড়া আইনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ	খসড়া আইনের বিষয়ে ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৮ গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৫ প্রণয়ন	গ্রণীত আইন	%	অতি: সচিব (পুলিশ)	২৫	গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন ২০১৫ প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার উপর আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং গ্রহণ	আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী খসড়া আইনের বিষয়ে পুলিশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে তথ্য হালনাগাদকরণ	আইন প্রণয়নের নিমিত্ত খসড়া বিল প্রস্তুতকরণ	খসড়া বিল মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশের জন্য প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.৯ রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৬ প্রণয়ন	গ্রণীত আইন	%	অতি: সচিব (পুলিশ)	২৫	রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৫ প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার উপর আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং গ্রহণ	আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী খসড়া আইনের বিষয়ে পুলিশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে তথ্য হালনাগাদকরণ	আইন প্রণয়নের নিমিত্ত খসড়া বিল প্রস্তুতকরণ	খসড়া বিল মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশের জন্য প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১০ কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ সংশোধন	সংশোধিত বিধিমালা	%	অতি: সচিব (কারা)	২৫	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ সংশোধন	লক্ষ্যমাত্রা	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ সংশোধন উপলক্ষে সুপারিশমালা প্রণয়ন	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ সংশোধন উপলক্ষে পিএসসি'র মতামত আহ্বান	নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ সংশোধন উপলক্ষে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর প্রস্তাব প্রেরণ	কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ চূড়ান্তকরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১১ কারাবিধি সংশোধন	সংশোধিত কারাবিধি	%	অতি: সচিব (কারা)	০০	কারাবিধি সংশোধন	লক্ষ্যমাত্রা	কারাবিধি সংশোধনের বিষয়ে খসড়া প্রণয়ন	কারাবিধি সংশোধনের বিষয়ে আন্ত: মন্ত্রণালয়ে সভা আহ্বান	কারাবিধি সংশোধনের বিষয়ে ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	কারাবিধি সংশোধনের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে কারাবিধি সংশোধনের জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১২ কারা বিভাগের পোশাক নীতিমালা প্রণয়ন	প্রণীত নীতিমালা	%	অতি: সচিব (কারা)	২৫	কারা বিভাগের পোশাক নীতিমালা প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	কারা বিভাগের পোশাক নীতিমালা খসড়া প্রণয়ন	কারা বিভাগের খসড়া নীতিমালার উপর আন্ত: মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	পোশাক নীতিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণ	পোশাক নীতিমালা চূড়ান্তকরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১৩ কারাভ্যন্তরের ফোন বুথ নীতিমালা প্রণয়ন	প্রণীত নীতিমালা	%	অতি: সচিব (কারা)	০০	কারা বিভাগের ফোন বুথ নীতিমালা প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	ফোন বুথ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন	ফোন বুথ নীতিমালা খসড়া প্রণয়ন	খসড়া নীতিমালার উপর আন্ত: মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	নীতিমালা চূড়ান্তকরণ	
						প্রকৃত অর্জন					

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই/২০১৬ জুন/২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৬-ডিসেম্বর/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৭-মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
৩.১৪ ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ সংশোধন	সংশোধিত আইন	%	অতি: সচিব (আসী)	২৫	ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ সংশোধন	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যাটালিয়ন আনসার আইন ১৯৯৫ সংশোধন সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার অনুমোদন গ্রহণ	ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১৫ বিসিএস (আনসার) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ১৯৮০ সংশোধন	সংশোধিত আইন	%	অতি: সচিব (আসী)	২৫	বিসিএস (আনসার) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা ১৯৮০ সংশোধন	লক্ষ্যমাত্রা	বিসিএস (আনসার) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ১৯৮০ সংশোধন সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সুপারিশ অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্তকরণ	ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১৬ আনসার বাহিনী প্রবিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন	সংশোধিত প্রবিধিমালা	%	অতি: সচিব (আসী)	১০	আনসার বাহিনী প্রবিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন	লক্ষ্যমাত্রা	আনসার বাহিনী প্রবিধিমালা, ১৯৯৬ সংশোধন সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সুপারিশ অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্তকরণ	ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৩.১৭ গ্রাম প্রতিরক্ষা দল প্রবিধানমালা, ২০১৩ প্রণয়ন	প্রণীত প্রবিধানমালা	%	অতি: সচিব (আসী)	১০	গ্রাম প্রতিরক্ষা দল প্রবিধানমালা ২০১৩ প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা	গ্রাম প্রতিরক্ষা দল প্রবিধানমালা ২০১৩ প্রণয়ন সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান	আন্ত: মন্ত্রণালয় সুপারিশ অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্তকরণ	ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান											
৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	০০	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের সকল উইং এবং অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা হতে প্রস্তাব আহ্বান	পুরস্কার প্রদানের জন্য কমিটি গঠন	কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রণয়ন	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নিশ্চিতকরণ	
						প্রকৃত অর্জন					
৫. ইগভর্ন্যান্স											
৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু	ই-মেইল/ এস.এম.এস এর মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত বিষয়	সংখ্যা	উপসচিব (বহি-২)	০৪	০৮	লক্ষ্যমাত্রা	০২	০২	০২	০২	
						প্রকৃত অর্জন					
৫.২ ভিডিও কনফারেন্স	অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্স	সংখ্যা	উপসচিব (বহি-২)	০৪	১২	লক্ষ্যমাত্রা	০৩	০৩	০৩	০৩	
						প্রকৃত অর্জন					
৫.৩ ই-টেন্ডার চালুকরণ	ই-টেন্ডার চালুকৃত	সংখ্যা	উপসচিব (প্রশা-২)	০০	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
৫.৪ অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ	অনলাইন সেবা চালুকৃত	সংখ্যা	উপসচিব (বহি-২)	০২	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
৫.৫ ই-ফাইলিং চালুকরণ	ই-ফাইলিং চালুকৃত	তারিখ	উপসচিব (বহি-২)	০১টি শাখায় চালু করা হয়েছে	২৮/০২/১৭	লক্ষ্যমাত্রা	মন্ত্রণালয়ের ০৩টি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় ফাইল ই-ফাইলের মাধ্যমে নিস্পত্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নতকরণ	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত ০৩টি শাখার মধ্যে ১ম শাখার ফাইল ই-ফাইলের মাধ্যমে নিস্পত্তির জন্য কমিটি গঠন এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচিত ফাইল ই-ফাইলের মাধ্যে নিস্পত্তি শুরু	পরীক্ষামূলক সেবা প্রদান শুরু	
						প্রকৃত অর্জন					

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই/২০১৬ জুন/২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৬-ডিসেম্বর/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৭-মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ											
৬.১ ইনোভেশন টিম কর্তৃক উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারনা (Innovation Idea) বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারনা	সংখ্যা	উপসচিব (বহি-২)	০০	০৬	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০২	০২	
						প্রকৃত অর্জন					
৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ											
৭.১ অডিট কমিটির সভা আয়োজন	আয়োজিত	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (বাজেট)	০২	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
৮.১ মামলা তদন্তে পৃথক তদন্ত বিভাগ প্রবর্তন করা	গেজেটে আইন প্রকাশিত	%	অতি: সচিব (পরিকল্পনা ও আইন)	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-	বাংলাদেশ পুলিশ বাহিণীতে পৃথক তদন্ত ইউনিট (পি, বিাই) নামে একটি নূতন পুলিশ ইউনিট গঠনের সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে। (বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২, ২০১৫ইং সনে প্রকাশিত)
						প্রকৃত অর্জন					
৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম											
৯.১ দ্রুত ও মানসম্মত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক থানায় সার্ভিস ডেলিভারী ডেস্ক স্থাপন	স্থাপিত সার্ভিস ডেলিভারী ডেস্ক	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (পুলিশ)	৫০	৪৯০	লক্ষ্যমাত্রা	১৫০	২০০	৫০	৪০	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.২ দেশব্যাপী কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রত্যেক থানায় কমিউনিটি পুলিশিং অফিসার নিয়োগ	পরিচালিত কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (পুলিশ)	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-	বিষয়টির আপতত প্রয়োজন নেই বিধায় এই কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৩ বিজিবি'র আওতায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ০৪টি হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনা	পরিচালিত হাসপাতাল সেবা কার্যক্রম	সংখ্যা	অতি: সচিব (আসী)	০০	০৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৪ হয়রানিমুক্তভাবে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের জন্য প্রত্যেক কর্ম দিবসের শুরুতে সেবা প্রদান কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজন	আয়োজিত আলোচনা সভা	সংখ্যা	অতি: সচিব (বহি: ও নিরাপত্তা)	২০	২০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৫০	৫০	৫০	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৫ পাসপোর্ট সেবা প্রার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে ফেসবুক ফেইজের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা	পরিচালিত ফেসবুক পেইজ কার্যক্রম	সংখ্যা	অতি: সচিব (বহি: ও নিরাপত্তা)	০০	৬৭	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	২৫	১০	০৭	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৬ বিভিন্ন দুর্যোগ সফলভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষিত কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (অগ্নি)	১৬৮০	২০০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৭ মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন	গঠিত মাদক বিরোধী কমিটি	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (সমন্বয়)	১০১২	১৫০০০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০০০	৪০০০	৪০০০	৪০০০	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৮ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আনসার সদস্যদেরকে স্মার্ট কার্ড প্রদান	প্রদানকৃত স্মার্ট কার্ড	সংখ্যা	যুগ্মসচিব (আনসার)	০০	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	২৫	২৫	২৫	
						প্রকৃত অর্জন					
৯.৯ বন্দি মুক্তি পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য কারা বন্দিদের বিভিন্ন ট্রেপে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	অতি: সচিব (কারা)	২৫০০০	২০০০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০০০	৫০০০	৫০০০	৫০০০	
						প্রকৃত অর্জন					

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট	জুলাই/২০১৬ জুন/২০১৭ সময়ের জন্য পরিকল্পনা		অগ্রগতি পরিবীক্ষণ					মন্তব্য
				ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬-সেপ্টেম্বর/১৬	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর/১৬-ডিসেম্বর/১৬	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারি/১৭-মার্চ/১৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭-জুন/১৭	
১০. বাজেট বরাদ্দ											
১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক (Indicative) বাজেট বরাদ্ধ	বরাদ্দকৃত অর্থ	লক্ষ টাকা	যুগ্মসচিব (বাজেট)	০০	২০০০০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০০০০	৫০০০০	৫০০০০	৫০০০০	
						প্রকৃত অর্জন					
১১. পরিবীক্ষণ											
১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠানো প্রণয়ন	প্রণীত পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠানো	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	২৭/০২/১৪	৩১/০৭/১৬	লক্ষ্যমাত্রা	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রন্ত ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রন্ত ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রন্ত ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রন্ত ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	
						প্রকৃত অর্জন					
১১.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	১৪/০৮/১৬	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল	লক্ষ্যমাত্রা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল	
						প্রকৃত অর্জন					

১.৪২ জননিরাপত্তা বিভাগের উদ্ভাবনী কার্যক্রম

জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ ০১টি করে ইনোভেশন টিম গঠনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ২০১৩ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। অফিসের কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বাৎসরিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ইনোভেশন টিমের অন্যতম দায়িত্ব। উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২০১৩ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়।

১.৪৩ মানবসম্পদ উন্নয়ন

জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও দক্ষতা সমুন্নত রাখার জন্য 'Need Based' অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মোট ১৫টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মোট ৫২২জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া দেশে-বিদেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে যাতে তাদের কাজের মান বৃদ্ধি পায়।

জননিরাপত্তা বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অধিদপ্তর/সংস্থাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ (কোটি টাকায়) :

১.৪৪ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	জুন/১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	জুন পর্যন্ত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	
					অবমুক্তি	ব্যয়
১	জননিরাপত্তা বিভাগ	২টি	১৩৮.০০	-	-	১১৫.০০ (৮৩%)
২	পুলিশ অধিদপ্তর	১৫টি	৪৫৬৩০.০০	১০৯৬৬২.৩৯	৪৫৫৬৭.৫০ (১০০%)	৪৫০২৯.১৫ (৯৯%)
৩	বর্ডার গার্ড অধিদপ্তর	৭টি	১০৭৩৮.০০	১২৯১৯.৯৩	১০৭৩৮.০০ (১০০%)	১০৫৪২.৩৯ (৯৮%)
৪	কোস্টগার্ড অধিদপ্তর	৫টি	২৫৫৩৩.০০	৪৭২৯৭.২৮	২৫৫৩৩.০০ (১০০%)	২৫৫৩১.৭৪ (১০০%)
৫	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর	২টি	৫১০০.০০	১১৭৭২.৭৫	৫১০০.০০ (১০০%)	৪৮৩৪.০০ (৯৫%)
৬	ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন এন্ড মনিটরিং সেন্টার	১টি	১২৬২.০০	২২৯২.৭৭	১২৩৬.৭৭ (৯৮%)	১২৩৬.৭৭ (৯৮%)
৭	তদন্ত সংস্থার কার্যক্রম	-	-	-	-	-
	মোট =	৩২	৮৮৪০১.০০	১৮৩৯৪৫.১২	৮৮১৭৫.২৭ (১০০%)	৮৭২৮৯.০৫ (৯৯%)

বাংলাদেশ পুলিশ

২.১ ভূমিকা

সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হচ্ছে দক্ষ,স্বতঃপ্রণোদিত এবং সুশৃঙ্খল মানবসম্পদ। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬১ সালে পুলিশের যে সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করা হয় তা প্রধানত ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ধারক এবং বাহক হিসাবে সৃজিত। বর্তমানে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী পুলিশ বাহিনী যুগোপযোগী করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিকালীন সময়ে প্রতি ৪০০ জনের বিপরীতে একজন পুলিশ সদস্যকে আদর্শ হিসাবে ধরে থাকে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশেই প্রতি চারশত জনের চেয়েও কম জনসংখ্যার বিপরীতে একজন পুলিশ সদস্য রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ৭২৮ এবং পাকিস্তানে ৬২৫ জনের বিপরীতে একজন পুলিশ সদস্য রয়েছে। জনসংখ্যার বিপরীতে পুলিশ সদস্য সংখ্যার অনুপাত বিবেচনায় বর্তমান সরকার চলতি মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর পুলিশ বাহিনীতে ৫০ হাজার জনবল বৃদ্ধির নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। উক্ত পঞ্চাশ হাজার পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।

২.২ রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য :

অর্থ বছর	প্রতিবেদনাধীন বৎসরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
২০১৬-২০১৭	৪১৬০	১১৯৯৩	১৬১৫৩	১৪৩৫ এসআই (পুরুষ/নারী)	৮৯৪২ টিআরসি (পুরুষ/নারী)	১০৩৭৭	প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, মার্চ/২০১৭ সনের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৮৭৮২ জন টিআরসি এর চূড়ান্ত বাছাই পূর্বক ১০/৭/২০১৭ খ্রি. হতে ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর বর্তমান বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে বাস্তব প্রশিক্ষণে রয়েছে। এছাড়া জানুয়ারি/ ২০১৭ সনের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৭০২ জন পুলিশ সার্জেন্ট এবং নভেম্বর/২০১৬ সনের ১৪১০ জন এসআই (নিরস্ত্র)-দের চূড়ান্ত বাছাই কার্যক্রম সম্পন্নের পর যথাক্রমে ১১/০৮/২০১৭ ও ২৮/০১/২০১৮ তারিখ হতে ১ (এক) বছর মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণরত রয়েছে।

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য :

প্রতিবেদনাধীন সময়ে পদোন্নতি			প্রতিবেদনাধীন সময়ে সহকারী পুলিশ সুপার পদে নিয়োগ		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১. অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ২. সহকারী পুলিশ সুপার	-	৪৭৭ জন	২৯ তম বিসিএস ১ জন ৩১ তম বিসিএ ১ জন্য ৩৪ তম বিসিএস ৭ জন ৩৫ তম বিসিএস ১১৩ জন	-	১২২

২.৩ বাজেট

বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সেই সাথে অপরাধ ও অপরাধীর প্রকৃতিও পরিবর্তিত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধ এবং অপরাধী জাতীয় পরিসীমা অতিক্রম করে আঞ্চলিক ও কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ পুলিশের জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং তথ্য প্রযুক্তিতে সক্ষমতা অর্জন একটি অনিবার্য বাস্তবতা। এ সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রম	শিরোনাম/বিষয়	সংশোধিত উন্নয়ন বাজেট	সংশোধিত অনুন্নয়ন বাজেট	মোট বাজেট	বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধির হার
১.	বাংলাদেশ পুলিশ বাজেট	৪৫৬,৩০,০০	১০৮৮৯,৯৩,৯৫	১১৩৪৬,২৩,৯৫	২২.৮০%

পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণরত বহিরাগত ক্যাডেট এসআই ও রিক্রুট কনস্টেবলদের মাসিক খোরাকী/রেশন ভাতা এবং ইন্টার্নী/ শিক্ষানবিশ ভাতার হার নিম্নলিখিত 'ছক' মোতাবেক বৃদ্ধি করা হয়েছে [স্মারক নং-স্ব:ম: (পুলিশ-৪)৬/২০০৮/৪৪ তারিখ-১২/০২/২০১৭]।

ক্রম	পদবী/ভাতার বিবরণ	পূর্বের হার (মাসিক)	পুনঃনির্ধারিত হার (মাসিক)
০১.	প্রশিক্ষণরত রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) ক) খোরাকী/রেশন ভাতা খ) ইন্টার্নী/শিক্ষানবিশ ভাতা	২২৫০/-টাকা ৫০০/-টাকা	৩০০০/-টাকা ৭৫০/- টাকা
০২.	বহিরাগত ক্যাডেট এসআইঃ ক) খোরাকী/রেশন ভাতা খ) ইন্টার্নী/শিক্ষানবিশ ভাতা	২২৫০/-টাকা ৭০০/-টাকা	৩০০০/-টাকা ১০০০/-টাকা

২.৪ পরিবহনসংক্রান্ত

বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী উন্নতমানের ৪৬ টি জীপ, ০১ টি কার, ১২৬ টি পিকআপ, ৫৮২ টি মোটর সাইকেল (১৫০ সিসি), ২৭ টি ট্রাক, ১১ টি বাস, ১২ টি মাইক্রোবাস, ৭টি অ্যাম্বুলেন্স, ২১ টি প্রিজর্নাস ভ্যান, ১টি রেকার, ১টি এপিসি, ২টি ওয়াটার ক্যানন ও ২টি ওয়াটার ট্রেইলার ক্রয় করা হয়েছে।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কাজের জন্য ৩টি জীপ, ১২ টি পিকআপ, ২ টি মাইক্রোবাস, ১টি বাস, ৩ টি ট্রাক, ১টি অ্যাম্বুলেন্স, ২টি এপিসি ও ১টি রিফুয়েলার ক্রয় করা হয়েছে।

নৌপথে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও চোরাচালান বন্ধের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী উন্নতমানের ১৪ টি স্পীড বোট, ৬ টি কান্ট্রি বোট, ৩টি পেট্রোল বোট, ৩ টি পোর্টেবল ফোল্ডিং বোট ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য ১৪ টি কুকুর ক্রয় করা হয়েছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ব্যবহারের জন্য ১২ টি জীপ, ১২ টি পিকআপ, ১০ টি এপিসি, ৪টি অ্যাম্বুলেন্স, ৩ টি ফুয়েল ট্যাংকার, ১টি ওয়াটার ক্যানন, ৫টি মাইক্রোবাস, ২টি রেকার এবং ৪টি ফর্ক লিফট ক্রয় করা হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের আওতায় ১০টি জীপ, ১৬১ টি পিকআপ, ৩৫ টি ট্রাক, ২০০ টি মোটর সাইকেল, ১৫ টি প্রিজনার্স ভ্যান এবং ২টি ক্যান ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে।

২.৫ অস্ত্র ও গোলাবারুদ

০৯/০৭/২০১৭ খ্রি: হতে আর্মস এন্ড অ্যামুনিশন শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশ এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের ব্যবহারের জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট সাবেক ইকুইপমেন্ট শাখা কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছে।

১। ক. প্রমিতকরণ: বাংলাদেশ পুলিশকে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পুলিশ বাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংযোজন ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মান প্রমিতকরণ করা হয়েছে।

খ. ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সামগ্রীর মধ্যে Sound Grenade, Tear Gas Hand Grenade, Color Smoke Grenade, 7.62x25 mm Cartridge, 9x19 mm Cartridge, Illumination Flare Pistol Cartridge, 12 Bore Shot Gun Cartridge (Rubber Ball), 38 mm Tear Gas Shell (Long Range), 38 mm Tear Gas Shell (Short Range), .45 inch SMG Cartridge, 7.62x39 mm Cartridge, 38 mm Tear Gas Gun, 9 mm Pistol, 12 Bore Shot Gun, 7.62 mm Rifle অন্যতম।

২। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পুলিশের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ও Personal Protective Equipment (PPE) সাবেক ইকুইপমেন্ট শাখা কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছে যার মধ্যে Full Protection Jacket (Level-3A), Anti Explosive Blanket, VIP Protection vest (Level-3A), Protection vest (Level-3A), Bullet Proof vest (Full Protect with life jacket) for River Police, Ballistic Blanket, Bullet Proof vest (Level-3A) For Male, Bullet Proof vest (Level-3A) For Female, Bullet Proof vest (Level-4) For Male, Bullet Proof vest (Level-4) For Female, Splinter Proof Jacket For Male, Bomb Disposal Suit, Ballistic Suit-case অন্যতম।

উপরোক্ত অস্ত্র গোলাবারুদ ও বুলেট প্রুফ জ্যাকেট সংগ্রহের ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দেশের আইন-শৃঙ্খলার উন্নতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

২.৬ কারিগরি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

অপরাধীদের নতুন নতুন কৌশল ও অপরাধ সংগঠনের ধরনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুলিশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কারিগরী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে অপরাধীদের অবস্থান নির্ণয়, সনাক্তকরণ, গ্রেফতার, ভিকটিম/জিম্মি উদ্ধারসহ অপারেশনাল কার্যক্রমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। Bomb Jammer, Communication Jammer Acoustic System ব্যবহারের ফলে আভিযানিক সাফল্যেও হার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি Body worm camera, Speed Detector এর মতো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে যানবাহনের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিরাপদ হয়েছে। জাঙ্গি ও সন্ত্রাসী হামলা দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সাথে পরিচালনার জন্য উন্নতমানের ব্যক্তি নিরাপত্তা সামগ্রীর ব্যবহার, SWAT, QRTI, ATU এর প্রয়োজন বিশ্লেষণ পূর্বক অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা, আগ্নেয়াস্ত্রের মান প্রমিতকরণ, ফায়ারিং এ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাসকেট্রির পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রাধিকারপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের অতিরিক্ত এক সেট ইউনিফর্ম প্রবর্তন, কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী পুলিশ সদস্যের পরিবারকে (সর্বাধিক ৩ সদস্যের) রেশন সুবিধা প্রদানসহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে বেতন ভাতা প্রস্তুত করা হচ্ছে। ওয়ারেন্টি প্রথা শিথিল হওয়ার ফলে সরকারি খাদ্য গুদাম হতে অপেক্ষাকৃত ভাল মানের চাল/গম প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। পুলিশের ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনতে e- GP System এ কেনাকাটা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

বর্তমানে পুলিশের যানবাহনের ক্ষেত্রে ৪টি High Security Prisoners Van, সর্বাধুনিক SWAT Van প্রযুক্তি সম্পন্ন (Armoured Personal Carrier), ১০টি বিচ রেসকিউ মোটর বাইক এবং ২টি স্যান্ড সাপোর্ট ভেহিক্যাল, অত্যাধুনিক পেট্রোল বোট ও স্পিড বোট, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় আধুনিক মোটর সাইকেল সংযোজনসহ "ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপারেশনাল সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এডিপি'র অর্থায়নে বাংলাদেশ পুলিশের ৫০টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নির্মাণ, ১০টি পুলিশ ব্যারাক ভবন নির্মাণ, ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি অব বাংলাদেশ পুলিশ, মর্ডানাইজেশন অব বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী সারদা, ৪৫টি জেলায় পুলিশ সুপারদের বিদ্যমান অফিস ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে সিআইডির ৪৫টি অফিস নির্মাণ, The Project for Enhancing Cyber Crime Investigation Capabilities of Bangladesh Police ইত্যাদি প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে বাংলাদেশ পুলিশ ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণের অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইকুইপমেন্ট শাখা কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত নিম্নছকে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি দেয়া হল:

ক্রমিক নং	ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির বিবরণ	পরিমাণ
০১	ISO Container	৫০
০২	Ammunition Container	০২
০৩	Generator 30 KVA	০৫
০৪	Generator 15 KVA	১২
০৫	Generator 08 KVA	১৮
০৬	Vehicle Mounted Search Light	১০
০৭	Multiple View Baggage Scanner	০২
০৮	Mega Search Light (Portable)	৫০
০৯	Mine/IED Detector	১২
১০	Parcel Scanner	০৬
১১	Explosive Drug Detector	১২
১২	Acoustic System	১২

ক্রমিক নং	ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির বিবরণ	পরিমাণ
১৩	Concealed Threat Detector	০২
১৪	Night Vision Binocular (Long Range)	৫০
১৫	Photocopier Machine	১৫০
১৬	Water Treatment plant	৩০
১৭	Thermal Camera	১০
১৮	Night Vision Goggles	৫০
১৯	Driving Simulator (Car/Truck/Bus)	০১

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিকায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করণের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, যা পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা ও সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

২.৭ স্থাবর সম্পত্তি

২০১৬-২০১৭ অর্থ সালে নির্মিত ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ :

(অংক সমূহ কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	নির্মিত স্থাপনার ধরণ	সংখ্যা	কতজনের আবাসন সংকুলান হবে (জন)	শুরু	সমাপ্তি	নির্মাণ ব্যয়
০১	থানা ভবন নির্মাণ/ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	১১	৬০০	জুলাই/২০১৫	জুন/২০১৭	৬৯.০০
০২	আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ (ফ্লোর)	১৪	২০০	জুলাই/২০১৫	জুন/২০১৭	৬৬.০২
০৩	নতুন ব্যারাক ভবন নির্মাণ/ ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	১৪ (ফ্লোর)	১৩০০	জুলাই/২০১৫	জুন/২০১৭	১১০.০৪
০৪	মহিলা ব্যারাক নির্মাণ/ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	১৩ (ফ্লোর)	৬০০	জুলাই/২০১৫	জুন/২০১৭	২১.০২
০৫	অফিস ভবন নির্মাণ	১৩	০	জুলাই/২০১৫	জুন/২০১৭	৮৫.৯
০৬	অফিসার্স মেস নির্মাণ	৭	০	জুলাই/২০১৫	জুন/২০১৭	৩০.৬
০৭	তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ/ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	৮	১০০	জুলাই/২০১৫	জুন/২০১৭	৩০.২
০৮	পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ/ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	৩১	৭০০	জুলাই/২০১৫	জুন/২০১৭	৭৭৪.৪৫
০৯	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১৪৩	০	জুলাই/২০১৫	জুন/২০১৭	৬৬.৬
১০	অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ	৩৯৩	০	জুলাই/২০১৫	জুন/২০১৭	২৯৬.১
	মোট	৬০১	৩৫০০			১৫৪৯.৯৩

২০১৬-২০১৭ অর্থ সালে মেরামত/সংরক্ষণ :

(অংক সমূহ কোটি টাকায়)

ক্রম	মেরামতকৃত স্থাপনার ধরণ	স্থাপনার সংখ্যা	মোট মেরামত ব্যয়
০১	থানা ভবন মেরামত ও সংস্কার	৭১	২.৯০
০২	ফাঁড়ি ও ক্যাম্প সমূহ মেরামত ও সংস্কার	৩৬	১.১৫
০৩	তদন্ত কেন্দ্রের ভবন মেরামত ও সংস্কার	৮	০.২৪
০৪	ফোর্সের ব্যারাক ভবন মেরামত ও সংস্কার	৫৪	২.৩৮
০৫	রেশনস্টোর এবং বেতার ভবন মেরামত ও সংস্কার	১২	০.৫৫
০৬	অস্ত্রাগার ভবন মেরামত ও সংস্কার	৮	০.২৫
০৭	অফিস ভবন মেরামত ও সংস্কার	৮৪	৩.৭১
০৮	আবাসিক ভবন/কোয়ার্টার মেরামত ও সংস্কার	৩০৯	৮.০৫
০৯	সীমানা প্রাচীর মেরামত ও সংস্কার	৫০	১.৭৩
১০	পুলিশ লাইনের অভ্যন্তরীন রাস্তা মেরামত ও সংস্কার	১৮	১.৪২
১১	অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কার	৪৮৪	২৩.৬০
	মোট	১১৩৪	৪৫.৯৮

২০১৬-২০১৭ অর্থ সালে ৪৯৯১ মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে জেলা/ ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের বিবরণী :

ক্রমিক নং	জেলা/ইউনিটের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	ক্রমিক নং	জেলা/ইউনিটের নাম	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
১	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	১৪,৮৫,৪৯,২১১.১৬	৫৮	খাগড়াছড়ি স্পেশাল ট্রেনিং সেন্টার	৬৫,৪২,৯৬৫.০৩
২	চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ	১,৭৭,৯৬,৩৯৭.০০	৫৯	সিরাজগঞ্জ জেলা	৪০,৬৬,৪৭৭.১৩
৩	খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ	৯৮,৬২,৪৩৭.৯৬	৬০	বগুড়া জেলা	৫৪,৭২,৪৯৬.৬৭
৪	রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ	১,৫৩,০৩,৬৪২.৭৭	৬১	জয়পুরহাট জেলা	৩৪,০৯,৭৩৪.৭৫
৫	বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ	৫০,৩০,৬৫৫.৪৩	৬২	আরআরএফ,রাজশাহী	৪৯,৬৭,৩৬৩.১৪
৬	সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ	৫৮,৬৩,৫৪৬.০৯	৬৩	রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, রংপুর	১০,১৭,৩৬০.৩২
৭	রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, ঢাকা	১৬,৩৯,৫৫১.৬০	৬৪	রংপুর জেলা	৩৫,৭৫,১৫৪.২১
৮	ঢাকা জেলা	৪৪,৯৫,২৬৯.৭৪	৬৫	কুড়িগ্রাম জেলা	৩৩,২৯,৭৮০.৪৪
৯	নারায়ণগঞ্জ জেলা	৩৪,৩৫,৪৭৭.০৪	৬৬	লালমনিরহাট জেলা	৩২,৬৬,২৯২.৯২
১০	মুন্সিগঞ্জ জেলা	৩৮,৩৯,৫৭২.২৯	৬৭	গাইবান্ধা জেলা	৫৯,৭০,১০৪.৩১
১১	মানিকগঞ্জ জেলা	৫০,৮৩,৩৮৩.৬৫	৬৮	নীলফামারী জেলা	৩১,৩৪,০২২.৭৭
১২	নরসিংদী জেলা	৩৯,৭৫,৪৫৯.২৮	৬৯	দিনাজপুর জেলা	৫৪,৩০,২৩৭.০০
১৩	গাজীপুর জেলা	১.৩০,৫৬,৯৮৪.০০	৭০	ঠাকুরগাঁও জেলা	৪৫,৬৯,৩৭২.০০
১৪	কিশোরগঞ্জ জেলা	৪৯,০৯,৮৩০.৪৫	৭১	পঞ্চগড় জেলা	৪২,৫৭,৭৬৫.০০

১৫	টাংগাইল জেলা	৫৬,৭৩,০৯৮.১২	৭২	বরিশাল জেলা	৫২,৪৪,৮৪০.৪৪
১৬	ফরিদপুর জেলা	৫০,১২,৪৭৭.০০	৭৩	পটুয়াখালী জেলা	৫২,৬৮,৪১০.০০
১৭	রাজবাড়ী জেলা	৩৭,৭১,২৭৬.০২	৭৪	পিরোজপুর জেলা	৩৮,০১,৪৭৩.৩৮
১৮	গোপালগঞ্জ জেলা	৫৩,২৪,০০২.৯৫	৭৫	ভোলা জেলা	৪৫,২০,৫৯৭.৬৩
১৯	মাদারীপুর জেলা	২৩,৮২,৭৯১.৯২	৭৬	ঝালকাঠী জেলা	৩২,৬৬,৬৮৯.০০
২০	শরীয়তপুর জেলা	৭৬,৮১,৩৩২.০০	৭৭	বরগুনা জেলা	৩২,৬৩,৭৪৯.৬৮
২১	আরআরএফ, ঢাকা	৬৬,৮৪,৫৯০.৭৮	৭৮	আরআরএফ, বরিশাল	৭,৪৮,১১৬.০০
২২	রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, ময়মনসিংহ	৪২,০৫,২৬৯.০০	৭৯	সিলেট জেলা	৪৯,৭০,০৪৯.০০
২৩	ময়মনসিংহ জেলা	৫৫,৪৯,৪১৬.৮৭	৮০	সুনামগঞ্জ জেলা	৫১,৭১,৯১৮.০৫
২৪	নেত্রকোনা জেলা	৩৩,৭৮,৫৭৯.৭৬	৮১	হবিগঞ্জ জেলা	২৭,৯৫,৬৪২.০৮
২৫	জামালপুর জেলা	৫৪,১০,৮০৭.০১	৮২	মৌলভীবাজার জেলা	৩৯,৫৩৭৬৫.৫২
২৬	শেরপুর জেলা	৩৩,৯৩,৬১৩.৪২	৮৩	রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, সিলেট	১১,৭৩,৭৫৮.০০
২৭	রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, চট্টগ্রাম	১৫,৪২,৭৭৪.৭০	৮৪	১ এপিবিএন	৩৭,৪৩,৪৬৬.৭৯
২৮	চট্টগ্রাম জেলা	৬৪,৬১,৩১৯.৯২	৮৫	২ এপিবিএন	২৩,৪৬,৫১১.৭৯
২৯	কক্সবাজার জেলা	৪২,৩৩,৫৫৮.৬০	৮৬	৩ এপিবিএন	৪১,৯৮,৫১১.৮৬
৩০	রাঙ্গামাটি জেলা	৫৯,৮০,৯১৯.৫৮	৮৭	৪ এপিবিএন	৪৫,২৫,৬৯০.০০
৩১	খাগড়াছড়ি জেলা	৫২,৬৭,৫৪৩.০০	৮৮	৫ এপিবিএন	৫৭,৩৩,১৮৭.৪৮
৩২	বান্দরবান জেলা	৬০,৭১,৭৮৩.৬৪	৮৯	৬ এপিবিএন	২৮,৪৮,৪৫৫.৮৪
৩৩	কুমিলা জেলা	৫৭,২৮,৪৩৬.৮৯	৯০	৮ এপিবিএন	১৭,৪০,৪৩৮.৪১
৩৪	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা	৩৭,৩৫,৫১৪.২৭	৯১	৯ এপিবিএন	২৭,১০,০৭১.৮৫
৩৫	চাঁদপুর জেলা	৪১,৩৮,৫২৩.০০	৯২	১০ এপিবিএন	৩৬,২৫,৯৭৭.৫১
৩৬	নোয়াখালী জেলা	৪৪,১৪,১৭০.২৫	৯২	১১ নারী এপিবিএন	২৫,১৫,২৪১.৯৪
৩৭	ফেনী জেলা	৩৫,৬৩,৮৫৯.৯২	৯৪	পিএসটিএস, বেতবুনিয়া	৩৫,২১,৮৩৭.২০
৩৮	লক্ষীপুর জেলা	৩১,৮৬,৩৩১.০০	৯৫	পিটিসি, খুলনা	৩৫,১৭,৮৫৮.৩৮
৩৯	আরআরএফ, চট্টগ্রাম	১৯,১৬,৩২৪.৭০	৯৬	পিটিসি,নোয়াখালী	৪৪,৪০,১৯৬.২৮
৪০	রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, খুলনা	১০,০৩,০৩৩.০০	৯৭	পিটিসি, টাংগাইল	৭১,২৯,৮০১.০০
৪১	খুলনা জেলা	৪২,০৪,৬৭৫.২৩	৯৮	পিটিসি,রংপুর	৬০,০৮,৩২৫.১৮
৪২	বাগেরহাট জেলা	৪১,৮৭,০১৫.০৪	৯৯	রেলওয়ে সৈয়দপুর	৩৬,১০,৬৭৫.০০
৪৩	সাতক্ষীরা জেলা	৪৪,১৬,৮৮৫.৮২	১০০	রেলওয়ে চট্টগ্রাম	৩৮,৫৭,০৪৩.৪৩
৪৪	যশোর জেলা	৩৩,৬০,৮০২.২৯	১০১	পুলিশ স্টাফ কলেজ	৪২,৫৫,৭৯০.৪০
৪৫	মাগুরা জেলা	৩৩,৬০,৮০২.২৯	১০২	এসবি, ঢাকা	৬৫,৩১,৯১৮.৭৩
৪৬	নড়াইল জেলা	৩৩,৭১,৭৯০.৬০	১০৩	হাইওয়ে বগুড়া অঞ্চল	২৭,৯৭,৪৬০.৮২
৪৭	কুষ্টিয়া জেলা	৪৩,৮২,৭৯৭.৮২	১০৪	হাইওয়ে কুমিলা অঞ্চল	২৮,৫০,৯৮৩.২১
৪৮	চুয়াডাংগা জেলা	৩৬,০৫,৪৬৪.৩৭	১০৫	হাইওয়ে মাদারীপুর অঞ্চল	২৫,৫৫,৬২৭.০৮
৪৯	মেহেরপুর জেলা	২৬,৭২,৪৬৬.০০	১০৬	হাইওয়ে গাজীপুর অঞ্চল	২১,৯৪,৯৬৫.৯০
৫০	ঝিনাইদহ জেলা	৩৯,৮৭,৩০২.০০	১০৭	পুলিশ একাডেমী সারদা,রাজশাহী	৫১,৯১,৬৩১.৩৪

৫১	আরআরএফ, খুলনা	২২,৩৭,৮৪৭.২৭	১০৮	কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল,ঢাকা	১,৫১,৪৫,৭৮০.৮৭
৫২	রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, রাজশাহী	১৩,৮৫,২৮৬.৩০	১০৯	পুলিশ অধিদপ্তর	৪,৮৫,৪১,২২২.৯৯
৫৩	রাজশাহী জেলা	৪৭,৬৯,৯৮৬.৩৫	১১০	ট্যুরিস্ট পুলিশ	৩৬,৯২,৬৩০.৩৯
৫৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	৩২,৮১,৩৩৫.৬৪	১১১	পিবিআই,ঢাকা	২৮,৪২,২৬৪.০৬
৫৫	নওগাঁ জেলা	৩৯,৪১,৯৮২.৯৭	১১২	নৌ পুলিশ	৩৪,৩৬,৫৫৫.০০
৫৬	নাটোর জেলা	৬৬,২৮,৭৯৩.৩৯	১১৩	সিআইডি,ঢাকা	৭১,৮০,৪৪৫.০০
৫৭	পাবনা জেলা	৪৬,১৬,৪৯৯.৯৬	১১৪	ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল	২৭,১৭,০১২.৬৪
				মোট =	৭০,৫০,৬০,৮৬২.৫৫

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পুলিশের অনুকূলে সংগৃহীত জমি ও জমির মূল্য/লিজমানি পরিশোধ বাবদ ব্যয় বিবরণী:

ক্রমিক নং	জমির বিবরণ	জমির পরিমাণ একর	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	অর্থ পরিশোধ
১	ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-২ গাজীপুর পরিচালকের কার্যালয়, বাসভবন এবং পুলিশ লাইসেন্স-এর জন্য ১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ	১০.০০	৫১,৪৫,০২,২৪১.৫৮	পরিশোধ করা হয়েছে
২	হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়ন, কুমিল্লার আওতাধীন ফেনী জেলার মহিপাল হাইওয়ে থানা ব্যারাকের জন্য .০৯৮৮৯ একর জমির মূল্য বাবদ	০.৯৮৮৯	৩,২১,৯৭,৬৬৯.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
৩	শারীয়তপুর জেলার পালং মডেল থানাধীন আংগারিয়া টাউন পুলিশ ফাঁড়ি ভবন নির্মাণের নিমিত্ত ০.১৬ একর জমির মূল্য বাবদ	০.১৬	৮২,৬০,৯৯০.৬০	পরিশোধ করা হয়েছে
৪	হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়ন, কুমিল্লার আওতাধীন কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি হাইওয়ে থানা ব্যারাকের জন্য ১.১৫ একর জমির মূল্য বাবদ	১.১৫	১,৪৫,৯১,৩৮৩.৯৪	পরিশোধ করা হয়েছে
৫	বিএমপি বরিশালের এয়ারপোর্ট থানার জন্য ০.৫০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ	০.৫০	৯৮,৭৪,৭৩০.১৬	পরিশোধ করা হয়েছে
৬	সিএমপি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তর নির্মাণের জন্য সরকারি খাস ১.৭৬৫৫ একর জমির মূল্য বাবদ	১.৭৬৫৫	৪,০০,০০,০০০.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
৭	হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ থানার জন্য ১.০০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ	১.০০	১,১২,০৩,৮৩৮.৮৬	পরিশোধ করা হয়েছে
৮	এসবি ট্রেনিং স্কুল এর জন্য রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত ২.৪৪ কাঠা জমির মূল্য বাবদ	২.৪৪ কাঠা	৪৮,৮০,০০০.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
৯	এসএপি সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য বাপাউবো সিলেট এর হস্তান্তরকৃত ০.৬৬৩১ একর জমির মূল্য বাবদ	০.৬৬৩১	৩৪,২৫,২১,৪১৪.০০	পরিশোধ করা হয়েছে

১০	নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানাধীন গোপালদী বাজার তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত ০.১৬ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ	০.১৬	৫৯,৯৩,৪৮৭.৩৬	পরিশোধ করা হয়েছে
১১	ঢাকা জেলার আশুলিয়া থান কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণের জন্য ০.৭৭ একর জমি বন্দোবস্ত বাবদ	০.৭৭	৩,৭৬,৮৩,৪৯২.০০	
১২	মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানাধীন শেখরনগর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ০.১৬ একর জমি অধিগ্রহণ	০.১৬	২৫,৩৫,৫৬৫.০০	
১৩	ডিএমপি ঢাকার লালবাগ থানার জন্য ০.৫০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ	০.৫০	১৪,৯৯,৭৫,৪৮৮.৩৫	পরিশোধ করা হয়েছে
১৪	ডিএমপি'র উত্তরা আঞ্চলিক পুলিশ লাইন্স স্থাপনের জন্য ১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ	১০.০০	৬৪,১১,৮৭,৪৬৪.৮১	পরিশোধ করা হয়েছে
১৫	সিএমপি'র সদরঘাট থানাধীন পশ্চিম মাদারবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির জন্য দানপত্র মূল্যে প্রাপ্ত ১৫০ শতাংশ জমির দানপত্র দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করণ বাবদ		১৩,১১,৩৪৯.০০	
১৬	ডিএমপি'র পূর্বাচল আঞ্চলিক পুলিশ লাইন্স স্থাপনের জন্য একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ	৭.৯৫১	২৪,০৪,৪৭,৯২০.০০	
	মোট জমি অধিগ্রহণ =	**২৬.৮৮৭৫**	**২০৫,৭১,৬৭,০৩৪.৬৬**	

১৬-২০১৭ অর্থ সালে বাংলাদেশ পুলিশের অনুকূলে সংগৃহীত জমি ও জমির রেজিস্ট্রি ফি পরিশোধ বাবদ ব্যয়

ক্র: নং	জমির বিবরণ	জমির পরিমাণ (একর)	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	অর্থ পরিশোধ
১	হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা রিজিয়ন, কুমিল্লার আওতাধীন মিরপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির জন্য দানকৃত ০.৫৫ একর জমির রেজিস্ট্রেশন বাবদ	০.৫৫	৪৫,৮৫০.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
২	কেডিএ খুলনার এম এ বারী সড়ক পার্শ্বস্থ বাণিজ্যিক এলাকার ৪.৭২ কাঠা প্লটের বকেয়া প্রিমিয়াম পরিশোধ বাবদ	৪.৭২	৫২,২১৬.৬৪	পরিশোধ করা হয়েছে
৩	কুমিলা জেলার নবগঠিত বাঙ্গুরা বাজার থানার জন্য ৯৭ শতাংশ জমি দান দলিলের রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ	০.৯৭	১,৪৯,১০০.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
৪	চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত আন্দারকিল্লা মৌজার ১.৭৬৫৫ একর খাস জমি বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের অনুকূলে লিজ মানি দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করণ বাবদ	১.৭৬৫৫	২৮,২০,৫০০.০০	পরিশোধ করা হয়েছে

ক্র: নং	জমির বিবরণ	জমির পরিমাণ (একর)	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	অর্থ পরিশোধ
৫	সিএমপি'র সদরঘাট থানাধীন পশ্চিম মাদারবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির জন্য দানপত্র মূল্যে প্রাপ্ত ০১৫০ শতাংশ জমির দানপত্র দলিল সম্পাদন ও রিজিস্ট্রি করণ বাবদ	০১৫০ শতাংশ	১,৯০,৫০০.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
৬	ডিএমপি'র প্রস্তাবিত বসুন্ধরা থানার জন্য ইস্ট ওয়েস্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) লিঃ এর দানসূত্রে ০.৬৮২২ একর জমি রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ	০.৬৮২২	৬,৮১,৯৮৫.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
৭	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা থানার ১২৭ নং চরগুনগাঁও মৌজার জমির দানসূত্রে প্রাপ্ত ২০.০০ একর জমির রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ	২০.০০	১,৯৯,৯৪০.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
৮	ঝিনাইদহ জেলার কোট চাঁদপুর থানার ১.০০ একর খাস জমির রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ	১.০০	৩,৭৯,০৭৯.৬০	পরিশোধ করা হয়েছে
৯	এসবি ট্রেনিং স্কুল এর জন্য রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত ২.৪৪ কাঠা জমির সাব-কবলা দলিল রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ	২.৪৪ কাঠা	৭,০০,০০০.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
১০	হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানাধীন তেলিয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের জন্য দান সূত্রে প্রাপ্ত ০.২১ একর জমির রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ	০.২১	৪৯,২০৫.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
১১	কক্সবাজার জেলার বিদ্যমান পুলিশ অফিসার্স মেসের ১.৩৯ একর জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণে পৌর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি ছাড়পত্র সংগ্রহ বাবদ ব্যয়	১.৩৯	৪০,০০০.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
১২	এসএপি সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য বাপাউবো সিলেট এর হস্তান্তরকৃত ০.৬৬৩১ একর জমি রেজিস্ট্রেশন বাবদ	০.৬৬৩১	৩,৪২,৫২,৬৪১.৪০	পরিশোধ করা হয়েছে
১৩	রাজবাড়ী জেলার সদর পুলিশ ফাঁড়ির এপি-২৪/৭২ নং লিজকেসভুক্ত জমির লিজমানি পরিশোধ বাবদ	-	৩৪,১৩৩.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
১৪	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা থানাধীন ১০১ নং নাওডোবা মৌজায় দানসূত্রে প্রাপ্ত ০.১০ একর জমির রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ	০.১০	৪০,০০০.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
১৫	সিআইডি'র ফরেনসিক ট্রেনিং ইন্সঃ নির্মাণের নিমিত্ত রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১ বিঘা দলিল রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ	১ বিঘা	২৮,৬৮,৯৩২.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
১৬	শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার আড়াইআনী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের লক্ষ্যে ২২ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ	২২ শতাংশ	৬৮,১৪৫.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
১৭	বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় পার্শ্বে নৌ পুলিশ কর্তৃক অস্থায়ীভাবে স্থাপনা নির্মাণের জন্য সেতু কর্তৃপক্ষের ১২.৪৭১ একর জমির ২য় কিস্তির ইজারা বাবদ	১২.৪৭১	৮,২৩,০৮৬.০০	পরিশোধ করা হয়েছে
	সর্বমোট =		৪,৩৩,৯৫,৩১৩.৬৪	

২০১৬-২০১৭ রাজস্ব বাজেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন খাতের অর্থ সংক্রান্ত তথ্য :

ক্রঃ নং	কোড নং	কাজের বিবরণ	প্রাপ্ত বরাদ্দ	ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার
১	৭০১৬	ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ (সদর দপ্তর)	৪৪০,০০,০০,০০০.০০	৪৩৯,৯৯,৫৪,৭১১.০০	১০০%
২	৭০১৬	ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ (র‍্যাব)	১০,৬৫,৮৬,০০০.০০	১০,৬৫,৭০,৫৪৪.৬৩	১০০%
৩	৪৯৯১	মেরামত ও সংস্কার কাজ (সদর দপ্তর)	৭০,৫০,৮৩,০০০.০০	৭০,৫০,৬০,৮৬২.৫৫	১০০%
৪	৪৯৯১	মেরামত ও সংস্কার কাজ (র‍্যাব)	৪,৭৭,৮৯,০০০.০০	৪,৭৭,৬৪,০২০.৯১	১০০%
৫	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয় (সদর দপ্তর)	২৪৯,৪৩,৮০,০০০.০০	২০৫,৭১,৬৭,০৩৪.৬৬	৮২.৪৭%
৬	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয় (র‍্যাব)	৩০,০০,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০,০০০.০০	১০০%
৭	৪৮১৮	ভূমি রেজিস্ট্রেশন (সদর দপ্তর)	৩,৪২,৫৩,০০০.০০	৪,২৫,৭২,২২৭.৬৪	৮৩,১৯,২২৭.৬৪ টাকা বেশি খরচ হয়েছে
৮	৪৮১০	পৌর কর পরিশোধ (বাংলাদেশ পুলিশের স্থাপনা সমূহে)	১০,১৫,৩৬,০০০.০০	৯,৯৭,০৬,৩৮৫.০০	৯৮.২০%
৯	৪৮১১	ভূমি কর পরিশোধ (বাংলাদেশ পুলিশের জমির)	৯৩,১৫,০০০.০০	৯১,৬১,৫৩৩.০০	৯৮.৩৫%

উপরোক্ত খাত সমূহের অব্যয়িত অর্থ ৩০ জুন/২০১৭ এর মধ্যে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সমর্পণ করা হয়েছে।

২.৮ প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া

১। Commando Course : জঙ্গিবাদ দমন ও নিয়ন্ত্রণে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ অনস্বীকার্য। এই লক্ষ্যে APBN & Specialized Training Center, খাগড়াছড়িতে Police Commando Course (PCC) প্রবর্তন করা হয়েছে। উক্ত কোর্সে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪২ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

২। বিদেশে Commando প্রশিক্ষণের সুযোগ: বাংলাদেশ পুলিশ এর ৪০ জন সদস্য National Securities Guard (NSG) Training Center, India তে ০৩ সপ্তাহ মেয়াদী Commando Course সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন।

৩। ''সোয়াট'' (SWAT) টিমকে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও উন্নত মানের লজিস্টিক সাপোর্টের মাধ্যমে জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১৬ সালে দেশব্যাপী গুপ্ত হত্যা, ব্লগার হত্যা, গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারীতে হামলার পর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নবসৃষ্ট কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহপূর্বক নব্য জেএমবিসহ বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর আস্তানায় সোয়াট টিম অন্যান্য টিমের সাথে সম্মিলিতভাবে সাহসিকতার সাথে অভিযান পরিচালনা করে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে।

৪। দাঙ্গা দমন কোর্স : APBn & Specialized Training Center, খাগড়াছড়িতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের দাঙ্গা দমন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা : বাৎসরিকভাবে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

৬। অবকাঠামোগত উন্নয়ন : বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান ভবনের Vertical Horizontal extension এর লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৭। Unarmed Combat : পুলিশ সদস্যদের খালি হাতে অপরাধীদের আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল শেখানোর লক্ষ্যে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত কোর্সে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৪ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

৮। Minor Tactics Course : এপিবিএন এবং স্পেশালাইজড ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়িতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে কনস্টেবল হতে এএসপি পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের রেইড, অ্যাম্বুশ, প্রতিরক্ষা, টহল ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কোর্সে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৪ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

৯। বাস্তব প্রশিক্ষণ কার্যসূচি পুস্তিকা : বাস্তব প্রশিক্ষণরত শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপারদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যসুচি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩৪ তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের কর্মকর্তাগণ এই কার্যসূচীর আলোকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

১০। Basic Armourer Course : অস্ত্র চালনা ও খোলা জোড়ার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ৪২ দিনব্যাপি এপিবিএন এবং স্পেশালাইজড ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়িতে "Basic Armourer Course" সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কোর্সে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯০ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

১১। বাধ্যতামূলক কোর্স : মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা এবং তদন্ত কার্যক্রমে সফলতা আনার লক্ষ্যে বিভাগীয় পদোন্নতির পূর্বশর্ত হিসেবে নিম্নোক্ত কোর্সসমূহ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে :

(ক) নিঃ এএসআইদের জন্য ১০ সপ্তাহ মেয়াদী 'তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স'। উক্ত কোর্সে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২০০ জন অংশগ্রহণ করেছেন।
(খ) নায়েক/ কনস্টেবলদের জন্য ৮ সপ্তাহ মেয়াদী 'প্রাথমিক তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স'। উক্ত কোর্সে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২০৭৯ জন অংশগ্রহণ করেছেন।
(গ) নায়েক/ কনস্টেবলদের জন্য ৪ সপ্তাহ মেয়াদী 'আইন-শৃঙ্খলা, অপরাধ দমন ও গোয়েন্দা তথ্য কোর্স'। উক্ত কোর্সে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৬৮২ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

১২। বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন : এপিবিএন এবং স্পেশালাইজড ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়িকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩। Logistics and Estate Management Course: সরকারি সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য এএসপি হতে অতিঃ এসপি পর্যন্ত কর্মকর্তাদের জন্য এই কোর্স চালু করা হয়েছে। উক্ত কোর্সে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১১০ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

১৪। Orientation of Tourist Police and Familiarization of Tourist Logistics : Tourist police এর বিভিন্ন পদমর্যাদার ২০ (বিশ) জন সদস্য প্রথমবারের মতো নিউজিল্যান্ডভিত্তিক International Project Management Organization কর্তৃক আয়োজিত Kasetsart University, থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত Orientation of Tourist Police and Familiarization of Tourist Logistics' শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৫। স্টাফ ডেভেলপমেন্ট কোর্স : বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত সিভিল স্টাফদের কাজের গতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কোর্সে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৫ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

১৬। পুলিশ স্পোর্টস ইভিনিং : প্রথমবারের মত বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ "পুলিশ স্পোর্টস ইভিনিং" আয়োজন করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত খেলোয়াড়দের গত ২১/১২/২০১৬খ্রি. পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়েছে।

১৭। 2nd USIP World Police Games- ২০১৭ সহ অন্যান্য গেমস্ এ অংশগ্রহণ ও কৃতিত্ব অর্জন : আরব আমিরাতের আবুধাবিতে 2nd USIP World Police Games- ২০১৭ তে অনুষ্ঠিত শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী হতে ০৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে ২২তম স্থান অধিকার করেছে। এছাড়াও পুলিশ সদস্যগণ ১৮তম মাইলো ওপেন আন্তর্জাতিক কারাতে প্রতিযোগিতা ২০১৭ তে স্বর্ণ-০১ টি, রৌপ্য-০৩ টি, ৩য় আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত কারাতে প্রতিযোগিতা ২০১৭ তে স্বর্ণ-০৩ টি, নেপালে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড গেমস থ্রোবল প্রতিযোগিতা ২০১৭ তে রৌপ্য-১টি, ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক থ্রোবল প্রতিযোগিতা ২০১৭ তে রৌপ্য-২টি অর্জন করে এবং নেপালে অনুষ্ঠিত International Friendship Men's Kabaddi Tournament ২০১৭ তে ৩য় স্থান অধিকার করে।

২.৯ ইউএন অ্যাফেয়ার্স

১। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নতুন FPU মোতায়েন : মে ২০১৭ খ্রি: জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে MINUSMA, মালিতে ১৪০ সদস্যদের নতুন একটি FPU মোতায়েন করা হয়েছে।

২। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে পুলিশ সদস্য প্রেরণ: ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ৮০৩ (আটশত তিন) জন সদস্য গমন করেছে এবং ৭৯২ (সাতশত বিরানব্বই) জন সদস্য প্রত্যাবর্তন করেছে।

৩। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা প্রেরণ বাবদ Reimbursement প্রাপ্তি : ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে RPU তে সদস্য ও মেজর ইকুইপমেন্ট ও সরঞ্জামাদি প্রেরণ বাবদ Reimbursement হিসেবে বাংলাদেশ ২০৮, ১৩, ১৩, ২৫৮.২৯ (দুইশত আট কোটি তের লক্ষ তের হাজার দুইশত আটান্ন টাকা ঊনত্রিশ পয়সা) প্রাপ্ত হয়েছে।

৪। Pre-deployment প্রশিক্ষণ প্রদান: ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৯৪৭ জন সদস্যকে FPU Pre-deployment প্রশিক্ষণ এবং FPU ফায়ারিং ড্রিল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সেইসাথে ৫৯ জন কর্মকর্তাকে UNPOL–pre- deployment প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৫। বিদেশে প্রশিক্ষণ : ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ইউএন অ্যাফেয়ার্স শাখার মাধ্যমে ০৫ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৬। FPU সদস্যদের প্রশিক্ষণ ডরমেটরি: জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে pre- deployment প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ সুবিধার্থে পিটিসি, টাঙ্গাইলে প্রায় ০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক মানের FPU ডরমেটরি নির্মাণ এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭। ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপন : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েনকৃত পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য পিটিসি, টাঙ্গাইলে একটি আধুনিক মানের ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব স্থাপনের কাজ করা হয়েছে।

৮। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন যানবাহন, যন্ত্রাংশ, ফার্নিচার এর ব্যবস্থা: বর্তমানে মোতায়েনকৃত FPU সমূহের জন্য উন্নতমানের যানবাহন-যন্ত্রাংশ, ফার্নিচার এর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

৯। জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও মিশনসমূহ পরিদর্শন: কূটনৈতিক তৎপরতায় গতিশীলতা আনয়ন ও পুলিশ সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ সহ বাংলাদেশ পুলিশ এর অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও মিশনসমূহ পরিদর্শন করা হচ্ছে।

২.১০ ইন্টেলিজেন্স এন্ড স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স

- পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ এবং সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিপিএম/পিপিএম পদক এবং "IGP's Exemplary Good Services Badge" প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক, প্রসিকিউটর, সাক্ষী ও আদালতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয়।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রায় ঘোষণার সময়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্যের সংকলন ও এর আলোকে সংশিষ্ট জেলা/ইউনিট কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিশ্ব এজতেমা ২০১৭ প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়, ঈদ-উল-ফিতর-২০১৬, ঈদ-উল-আযহা-২০১৬, ঈদ-উল-ফিতর-২০১৭, মহরম-আশুরা, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, পবিত্র-শব-ই-মিরাজ, শব-ই-বরাত, দুর্গাপূজা, ২০১৬ এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব তথা, বড় দিন, বৌদ্ধ-পূর্ণিমা উদযাপনে বিভিন্ন ইউনিটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং সমন্বয়।
- বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ভারত পাকিস্তান ও আফগানিস্তান এই ৫টি দেশের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট উদযাপন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্তে সমন্বয় ও তদারকি সম্পাদন।
- বিপিএল (বাংলাদেশ প্রিমিয়ারলীগ) এবং বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্ট, ১৬ টি দেশের অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের অংশ গ্রহণে আইসিসি ইউ-১৯ ক্রিকেট ওয়াণ্ডকাপ-২০১৬ এবং এশিয়াকাপ বাংলাদেশ ২০১৬ উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্তে সমন্বয় ও তদারকি সম্পাদন।
- ভারত,জিম্বাবুয়ে,আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্তে সমন্বয় ও তদারকি সম্পাদন।
- ২৯ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় IPU (Inter-Parliamentary Union) সম্মেলন উদযাপন উপলক্ষে নিরাপত্তা সমন্বয় সভা এবং নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা।
- ১২-১৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত Chief of Police Conference of South Asia and Neighbouring Countries on Regional Co-operation in Curbing Violent Extremism and Transnational Crime সম্মেলন উপলক্ষে নিরাপত্তা সমন্বয় সভা এবং নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা।
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহে সকল গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট/অনুষ্ঠানাদি কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ব্যতীত উদ্‌যাপন/অনুষ্ঠানের জন্য সকল পুলিশ ইউনিট/জেলা পুলিশের করণীয় নির্ধারণ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সফলভাবে ইভেন্টসমূহ সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.১১ মিডিয়া ব্যবস্থাপনা

মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশন্স এর প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

(ক) প্রেস ক্লিপিং- প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রম, নতুন ইউনিট স্থাপন, নিয়োগ-বদলি ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের প্রায় ১২ হাজার ২০৩টি পেপার ক্লিপিং পুলিশ মহাপরিদর্শক,বাংলাদেশ পুলিশ সহ ঊধ্বর্তন পুলিশ কর্মকর্তাদের গোচরীভূত করা হয়েছে।

(খ) বিভিন্ন ইউনিটে প্রেস ক্লিপিং প্রেরণ- পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পর্কে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/প্রতিবেদন প্রেরণ/দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৩ হাজার ৮৫৪টি এবং পুলিশ মহাপরিদর্শক কর্তৃক নির্দেশিত ৩৮টি প্রেস ক্লিপিং পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) প্রেস রিলিজ- দৈনন্দিন পুলিশি কার্যক্রম, পুলিশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, নতুন ইউনিট স্থাপন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম এবং অবদান ইত্যাদি সম্পর্কে প্রায় ৯৪টি প্রেস রিলিজ এবং ছবি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার/প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঘ) প্রেস কনফারেন্স/প্রেস ব্রিফিং- প্রতিবেদনাধীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা এবং পুলিশ সংক্রান্তে পুলিশ অধিদপ্তর এবং পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট সর্বমোট ০৩টি প্রেস কনফারেন্স/প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করেছে।

(ঙ) পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রোড়পত্র ও বিবরণ- প্রতিবেদনাধীন সময়ে ২৩-২৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে পাঁচ দিনব্যাপী 'পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭' উদযাপিত হয়। পুলিশ সপ্তাহের প্রথম দিন ১৯টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, ১২-১৪ মার্চ ২০১৭ খ্রি. বাংলাদেশ পুলিশ এবং ইন্টারপোলের যৌথ আয়োজনে ঢাকায় Chiefs of Police Conference অনুষ্ঠানের ক্রোড়পত্রের ডিজাইন প্রস্তুতপূর্বক ১১টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(চ) ডকুমেন্টারি তৈরি ও বিবরণ- পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষে ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত পুলিশ সপ্তাহে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাষণ এবং বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র 'জনগণের পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশ' নির্মাণ করা হয়েছে। ডকুমেন্টারিটি চ্যানেল আইসহ কয়েকটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া,'জঙ্গি প্রতিরোধ', 'অজ্ঞান পার্টি বিষয়ক', 'জাল টাকা বিষয়ক' এবং পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে 'ঈদে জননিরাপত্তা বিষয়ক' অডিও ভিজ্যুয়াল প্রচারের জন্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ছ) মিডিয়া হাউজ পরিদর্শন- প্রতিবেদনাধীন সময়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশন্স শাখা থেকে ২৪টি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া হাউজ পরিদর্শন করে সংশিষ্ট হাউজে কর্মরত সংবাদকর্মীদের সাথে পুলিশ-মিডিয়া সম্পর্ক, পুলিশ সংক্রান্ত কভারেজ ইত্যাদি বিষয়ে বিনিময় করা হয়েছে।

(জ) মিডিয়া সেল- বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং ক্রমবর্ধমান মিডিয়ার যুগে কার্যকরভাবে পুলিশের প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি যুগোপযোগী মিডিয়া পলিসি/স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়নের নিমিত্তে মিডিয়া গাইডলাইন এবং কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য ডিআইজি (মিডিয়া এন্ড প্যানিং) কে সভাপতি করে ৯ (নয়) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, সকল পুলিশ ইউনিটে মিডিয়া সেল চালুর কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ৭০টি ইউনিটে মিডিয়া সেল গঠন করা হয়েছে।

(ঝ) Chiefs of Police Conference: ১২-১৪ মার্চ, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ পুলিশ এবং ইন্টারপোলের যৌথ আয়োজনে ঢাকায় Chiefs of Police Conference অনুষ্ঠিত হয়। এ কনফারেন্সের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান, পুলিশ মহাপরিদর্শক-এর সাথে ইন্টারপোল মহাসচিবসহ বিভিন্ন দেশের পুলিশ প্রধানদের দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ও বিভিন্ন অধিবেশনের কার্যক্রম প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঞ) গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশ- পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, বিশ্ব ইজতেমা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে উদযাপনের জন্য জনসাধারণকে সম্ভাব্য অপরাধ, বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক এর দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্টসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও অনুষ্ঠান নিরাপদে উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে গণসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ট) প্রচারণামূলক কার্যক্রম- জঙ্গিবাদ বিরোধী জনসচেতনতামূলক পোস্টার 'জঙ্গিবাদকে না বলুন' সরকারি-বেসরকারি অফিস/দৃশ্যমান জনসমাগমস্থলে যথা- অফিস, রেলওয়ে স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, লঞ্চ টার্মিনাল, স্থানীয় হাট-বাজার ইত্যাদি জায়গায় প্রদর্শন/প্রচারের নিমিত্তে বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঠ) স্ক্রল নিউজ- পুলিশের আভিযানিক সাফল্য, গ্রেফতার, উদ্ধার এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ, নিয়োগ/বদলি ইত্যাদি সংবাদ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সমন্বয় করে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ড) বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক/নেতিবাচক সংবাদ সম্পর্কে মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশনস্ শাখা থেকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঢ) প্রতিবাদলিপি- প্রতিবেদনাধীন সময়ে ১৮টি দৈনিক পত্রিকায় পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভ্রান্তিমূলক সংবাদের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে, যা সংশিষ্ট পত্রিকা প্রকাশ করেছে।

(ণ) ফেসবুক পেইজ- বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ 'Bangladesh Police' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সব ইউনিটের বিভিন্ন ইতিবাচক সংবাদ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে। ১২-১৪ মার্চ, ২০১৭ 'Chiefs of Police Conference of South Asia and Neighbouring Countries' বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক আয়োজিত এবং Bangladesh Women Police Award প্রদান অনুষ্ঠানসমূহ Facebook live এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ত) ইউটিউব- Bangladesh Police Channel এ বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমকে আরও বেশি জনমুখী করতে সহায়তা করছে ।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৭ বার্ষিক কুচকাওয়াজ এর অভিবাদন গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Chiefs of Police কনফারেন্স এ ইন্টারপোলের সেক্রেটারি জেনারেল **Mr. Jurgen Stock** এর সাথে পুলিশ মহাপরিদর্শক এর সৌজন্য সাক্ষাত

Chiefs of Police কনফারেন্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন তৎকালীন পুলিশ মহাপরিদর্শক জনাব একেএম শহীদুল হক বিপিএম, পিপিএম

২.১২ আইসিটি

১	Online Police Clearance Certificate System	জনগণকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক Online Police Clearance Certificate Szstem টি ১৫/০১/২০১৭ খ্রি. চালু করা হয়। যার মাধ্যমে ঘরে বসেই কোন প্রকার ভোগান্তি ছাড়াই পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ দ্রুত সময়ে পাওয়া যাচ্ছে। এর মাধ্যমে ঘরে বসেই বাংলাদেশী যে কোন নাগরিক অনলাইনে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ আবেদন করতে পারেন এবং দ্রুততম সময়ে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ গ্রহণ করতে পারেন।
২	Bangladesh Police Youtube Channel	Youtube Channel এ বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। যা বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমকে আরও বেশি জনমুখী করতে সহায়তা করছে। বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট তুলে ধরা হচ্ছে।
৩	Facebook Page	জনমুখী পুলিশিং নিশ্চিত করা এবং জনমনে বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ খোলা হয়েছে। এ পেইজের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সব ইউনিটের বিভিন্ন ইতিবাচক সংবাদ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আয়োজন, সভা, সমাবেশ এই পেইজের মাধ্যমে সরাসরি প্রচার করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশের এই অফিসিয়াল পেইজের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পুলিশি সেবা সংক্রান্ত তথ্য জনগন জানতে পারছেন।

৪	বাংলাদেশ পুলিশ ওয়েব সাইট	প্রযুক্তি বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবার মান উন্নয়নে সহায়ক বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েব সাইটের নতুন সংস্করণে www.police.gov.bd ডায়নামিক ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব সাইটে Citizen Charter, Police Clearance Certificate, Expatriat Help Cell, Missing Vehicle, Opinion or Complaint বাটনের মাধ্যমে যে কোন বিষয়ে সেবা/মতামত/অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশে বিভিন্ন পর্যায়ের নিয়োগ ও টেন্ডার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও NOC ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও বর্তমান ওয়েবসাইটটি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভার্সন চালু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৫	Mobile Apps: BD Police Help Line	জনগণকে পুলিশি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে BD Police Help Line একটি মোবাইল এপস্ টি গত ১৩/১০/২০১৬ খ্রি. উদ্বোধন করা হয়। এর মাধ্যমে জনসাধারণ অফিসার ইনচার্জ থেকে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য, কথোপকথন, ছবি ও ভিডিও প্রেরণ করতে পারেন। পুলিশ কর্মকর্তাগণ সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে বার্তা প্রদানকারীকে গৃহীত ব্যবস্থা সর্ম্পকে অবহিত করতে পারেন। এই এপস্ এর মাধ্যমে যে কেউ লগ-ইন করে অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে তথ্য প্রদান, যেকোন ধরনের পুলিশী সেবা চাইতে পারবেন।
৬	নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি	ইনফো সরকার প্রকল্প-২ এর আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ৬০০টি এবং ইনফো সরকার প্রকল্প-৩ এর আওতায় আরও ১০০০টি ইউনিটে নেটওর্য়াক কানেকটিভিটি অফিস/স্থাপনায় সংযোগ প্রদান করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কানেকটিভিটির মাধ্যমে পুলিশ অফিসসমূহের আন্তঃযোগাযোগ এবং ইন্টারনেট দ্রুত ও উন্নত হবে। একই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু রয়েছে। যার মাধ্যমে জনগণকে দ্রুত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
৭	CIMS Software	বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়াদের তথ্যাদি যথাযথভবে সংরক্ষণের জন্য Citizen Information Management Szstem (CIMS) Software এর কার্যক্রম ডিএমপিতে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কুমিলা জেলা ও আরএমপি পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাইলটিং সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটে চালু করা হবে। এই (CIMS) Software) এর মাধ্যমে অতি সহজেই অপরাধী এবং অপরাধ সনাক্ত করা সম্ভব হবে।
৮	E-Traffic Prosecution & Fine Payment System (বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন)	এটুআই প্রকল্পের সার্ভিন ইনোভেশন ফান্ডের আর্থিক সহযোগীতায় E-Traffic Prosecution & Fine Payment Sy-stem টি ডিএমপিতে চলমান রয়েছে এবং কুমিলা, সিএমপি ও ঢাকা জেলায় চালু করা হয়েছে। অনলাইনে মোটরযান সংক্রান্ত মামলা রুজু ও জরিমানা আদায়ের ফলে পুলিশের কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেবার মান উন্নয়ন হয়েছে।
৯	Online GD (Lost & Found) Service (বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন)	এটুআই প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আর্থিক সহযোগীতায় Online GD (Lost & Found) Service সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হারানো বা চুরি সংক্রান্ত বিষয়ে অনলাইনে জিডির জন্য আবেদন করা যাবে। বর্তমানে উক্ত সেবাটি চালু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.১৩ কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম

বাংলাদেশে মূলত ২০০০ সাল হতে কমিউনিটি পুলিশিং-এর কার্যক্রম শুরু হয়। কমিউনিটি পুলিশিং এর কার্যক্রমের ব্যাপ্তি পর্যলোচনা করে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ অধিদপ্তর-এর অর্গানোগ্রামে ডিআইজি (অপারেশনস্)-এর অধীনে কমিউনিটি পুলিশিং নামে একটি পৃথক শাখা সৃজন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য একজন এআইজির তত্ত্বাবধানে পাবলিক সেইফটি অ্যান্ড ক্রাইম প্রিভেনশন (পিএস অ্যান্ড সিপি) নামে একটি শাখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল জেলায় কমিউনিটি পুলিশিং সেল রয়েছে এবং প্রতিটি থানায় কমিউনিটি পুলিশিং অফিসার রয়েছে। সারাদেশে প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলায় কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি কার্যকর, যাতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ রয়েছে।

২.১৪ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কমিউনিটি পুলিশিং সংক্রান্তে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১. বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের সকল জেলা ও মেট্রোপলিটন ইউনিটে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিং এর চলমান কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী মোট ৪০৯০৮টি কমিটিতে ৯৫৮০৪৬ জন কমিউনিটি পুলিশিং এর সদস্য কাজ করে চলেছে;

২. পুলিশের সেবাকে অধিকতর গণসম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সারা দেশে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম এবং প্রতিটি থানায় মাসে একবার করে ওপেন হাউজ ডে আয়োজন অব্যাহত রয়েছে। ওপেন হাউজ ডে আয়োজনের ফলে অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে জনগণ ও পুলিশের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. কমিউনিটি পুলিশিং-এর মাধ্যমে দৃশ্যমান যেসকল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা দেয়া হল:

কর্মসম্পাদন সূচক	২০১৬-২০১৭ (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৭ পর্যন্ত)
(ক) ওপেন হাউজ ডে'র সংখ্যা	৮১২৩
(খ) জনসংযোগ সভার (র‍্যালি, স্কুল ভিজিট ইত্যাদি) সংখ্যা	৫২৯৫৫
(গ) অপরাধ বিরোধী সভার সংখ্যা	৭৬৫৮৭
(ঘ) বিরোধ নিস্পত্তির সংখ্যা	১১৯৮৫৩

৪. চলমান কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে পুলিশ-জনগণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে পুলিশের কাজে জনগণের আস্থা, অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে;

৫. অপরাধপ্রবণ এলাকায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে পুলিশের সাথে যৌথ উদ্যোগে টহল, পাহারা ও নিরীক্ষণের ফলে অপরাধের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে;

৬. সারা দেশের থানাসমূহে সার্ভিস ডেলিভারী সিস্টেমের মাধ্যমে পুলিশের কাছে জনগণের প্রবেশাধিকার সহজ হয়েছে এবং পুলিশ ও জনগণ পরস্পরকে জানার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে;

৭. পুলিশের কাজে জনগণকে সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে কমিউনিটি পুলিশিং এর বিভিন্ন ইউনিট ইতোমধ্যে মাদক ব্যবসা, নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্য-বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদি অপরাধ রোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে;

৮. জনবান্ধব পুলিশি ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে পুলিশ মহাপরিদর্শক নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মহানগরী ও জেলা পুলিশ কতৃর্ক আয়োজিত বিভিন্ন কমিউনিটি পুলিশিং সমাবেশে যোগদান করছেন যা জনগণের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে;

৯. সারাদেশে সকল পুলিশ ইউনিটে পরিবহন সেক্টর কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;

১০. পরিবহন চালক ও হেল্পারদের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সকল ইউনিটে পত্র প্রেরণ হয়েছে;

১১. পরিবহন সেক্টর, হাটবাজার ও স্কুল কলেজে প্রচারণামূলক সভা সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রয়েছে;

১২. জেলাসমূহে জনগণকে সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে মাদক, নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, জঙ্গী তৎপরতা, যৌতুক, ইভটিজিং ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ রোধে প্রচারণা সভা সমাবেশ ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;

১৩. সার্ভিস ডেলিভারী ও কমিউনিটি পুলিশিং সেন্টারের মাধ্যমে জনগণ যাতে সহজে সঠিক সেবা পেতে পারে এ ব্যাপারে সিপিওগণের করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

১৪. ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন ও বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে;

১৫. কমিউনিটি পুলিশিং সম্পর্কিত নির্দেশনাবলী অনুসরণ করার জন্য পুলিশ মহাপরিদর্শক কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র সকল ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে;

১৬. প্রত্যেক থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সহযোগিতায় জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জঙ্গিবিরোধী সমাবেশ ও ভাড়াটিয়া তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্তে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে;

১৭. জনগণের মিথস্ক্রিয়া ও সম্পৃক্ততা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশিং সমাবেশের মাধ্যমে Hello CT Ges BD Police Helpline নামক অ্যাপস দুটি ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিকায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করণের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, যা পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা ও সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

২.১৫ লিগ্যাল সেল

ক) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলা: লিগ্যাল সেলের রিট শাখায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে পুলিশ মহাপরিদর্শকে বিবাদী করা হয়েছে এমন মোট ১৯১টি রিট পিটিশন মামলা গৃহীত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায় বাস্তবায়ন করার ফলে মোট ১৫ টি রিট পিটিশন মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তন্মধ্যে হাজারীবাগস্থ ট্যানারী স্থানান্তর সংক্রান্ত রিট পিটিশন নং-৮৯১/১৯৯৪ মামলাটি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মহামান্য আদালতের রায় বাস্তবায়ন না করায় রিট পিটিশন নং-২৭৬২/২০০৬ হতে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-৪০/২০১৬, রিট পিটিশন নং-১৮৩৮/২০১২ হতে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-১৮৯/২০১৩ মামলা দুইটি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। রিট পিটিশন নং-১০১৮৯/২০১৩ হতে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-২৬৬/২০১৭, রিট পিটিশন নং-২০১২/২০১৬ হতে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-২৩২/২০১৭ ও রিট পিটিশন নং-১১৯৪৮/২০১৭ হতে উদ্ভূত কনটেম্পট পিটিশন নং-৪৭৪/২০১৭ মামলাগুলি সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট নিয়োগকরতঃ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল ও মহামান্য আপীল বিভাগ বিচারাধীন মামলা: বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত বিভিন্ন পদবীর পুলিশ সদস্য/পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় মামলায় সাজা প্রদান করায় উল্লেখিত সাজার আদেশের বিরুদ্ধে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে বিভিন্ন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মোট ১৯৫টি মামলা দায়ের করা হয়। উল্লেখিত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মামলাসমূহের যাবতীয় কার্যক্রম পুলিশ অধিদপ্তরের লিগ্যাল সেল হতে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট ৫৭ টি মামলায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল/ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে দায়েরকৃত মামলার রায় ও আদেশের প্রেক্ষিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মোট ৮৬টি মামলার রায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২.১৬ লিগ্যাল সেল

গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম :

অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণার্থে সুষ্ঠু, সঠিক, সময়োপযোগী ও অর্থ সাশ্রয়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গবেষণা জরুরি। সময়ের প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনে বাংলাদেশ পুলিশে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ ২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ৮টি ইউনিটের মাধ্যমে ৫৭টি গবেষণা কর্মের কার্যক্রম সুসম্পন্ন করেছে।

পুলিশের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও মাঠ পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রণয়নের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে বর্ণিত নির্দেশিকা/গাইড লাইন এর প্রকাশনা কার্যক্রম সম্পন্ন করে পুলিশের সকল ইউনিটে প্রেরণ করা হচ্ছে।

২.১৭ প্রকাশনা (সাম্প্রতিক)

১.	অপরাধ তদন্ত নির্দেশিকা	১৪.	পুলিশ হাসপাতাল চিকিৎসা সেবা নির্দেশনাবলি
২.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা	১৫.	Code of Ethics and Professional Standards of Bangladesh Police
৩.	পরিদর্শন নির্দেশিকা	১৬.	বাংলাদেশ পুলিশের সদস্য ও স্থাপনা সংক্রান্ত নিরাপত্তা নির্দেশিকা
৪.	Standard Operating Procedures on Combating Gender Based Violence for Bangladesh Police	১৭.	ওয়ান স্টপ পেনশন সার্ভিস সেল সম্পর্কিত পুস্তিকা
৫.	প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ২০১৭	১৮.	পুলিশ বেতার নীতিমালা
৬.	ক্রাইসিস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা	১৯.	মাদকাসক্তি নিরাময় চিকিৎসা সহায়তা তহবিল
৭.	এফপিইউ সদস্য বাছাই নির্দেশিকা	২০.	প্রাধিকার প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের পোশাক সামগ্রীর প্রাপ্যতা
৮.	VCNB ফরম সংশোধনপূর্বক পুনঃমুদ্রণ	২১.	Dress Rules of Bangladesh Police
৯.	বাংলাদেশ পুলিশের রেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলি	২২.	কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী পুলিশ ও নন-পুলিশ কর্মকর্তা পরিবার সহায়তা তহবিল নির্দেশিকা
১০.	বাস্তব প্রশিক্ষণরত শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপারদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যসূচি	২৩.	Strategic Plan (2018-2020) (কার্যক্রম চলমান)
১১.	অফিসিয়াল ফিউনেরাল সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি	২৪.	কমিউনিটি পুলিশিং ডে সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি
১২.	বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট হতে চিকিৎসা সাহায্য নীতিমালা	২৫.	শিল্পাঞ্চল পুলিশ বিধিমালা-২০১৭ প্রণীত হয়েছে
১৩.	পুলিশ মেমোরিয়াল ডে সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি	-	-

রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, একটি সুদক্ষ কর্মতৎপর প্রশাসনিক ব্যবস্থা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে (২০১৫-১৬), (২০১৬-১৭),অর্থ-বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ পুলিশের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২.১৮ স্পেশাল ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট

১। অপরাধ ও অপরাধী সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিশেষণ, এ সকল তথ্য/উপাত্ত পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে শেয়ারিং সহজ ও দ্রুতকরণ এবং মামলার তদন্ত ডিজিটালাইজড করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য প্রস্তুতকৃত Crime Data Management System (CDMS) সফটওয়্যারের কার্যক্রম সারা দেশে চলমান রয়েছে। মামলার তদন্তের মান উন্নয়ন, অপরাধী চিহ্নিতকরণ ও অপরাধ উদ্‌ঘাটনে এ সফটওয়্যার বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিগত অর্থ বছরে ১,৯৭,৫১৩টি মামলা এবং ১১,১৩,৩৮৮ জন ব্যক্তির তথ্য এতে এন্ট্রি করা হয়েছে।

২। সারা দেশের থানাসমূহে রুজুকৃত গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর মামলাগুলো দ্রুত নিস্পত্তির জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে স্থাপিত মনিটরিং উপ-কমিটির মাধ্যমে এ ধরনের মামলার তদন্ত নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিগত অর্থ বছরে মনিটরিং উপ-কমিটির বিভিন্ন সভায় ৩০টি চাঞ্চল্যকর মামলার তদন্ত পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩। বিগত অর্থ বছরে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত সর্বমোট ৪৭৮টি অভিযোগ/পেপার ক্লিপিং পাওয়া গেছে। একই সময়ে প্রাপ্ত অভিযোগ/পেপার ক্লিপিংসমূহের মধ্যে মোট ৩৭৭টির অনুসন্ধান সম্পন্ন হয় এবং ১০১টি নিস্পত্তির অপেক্ষায় আছে। মাঠ পর্যায়ের পুলিশ ইউনিটগুলো থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়।

৪। প্রবাসী সহায়তা সেলের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন অভিযোগ সরাসরি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে সংশিষ্ট জেলা/ইউনিটের মাধ্যমে তদন্ত করা হচ্ছে। ০১/৭/২০১৬ হতে ৩০/৬/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত ঘটনায় সর্বমোট ৩৭৪টি অভিযোগ পাওয়া গেছে যার সবকয়টি নিস্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়াও টেলিফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবাসীদের পরিবার ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের ৯৪৬টি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রবাসীদের অভিযোগ প্রদান সহজ করার জন্য বাংলাদেশ পুলিশ ওয়েবসাইটে Expatriate Help Cell নামে একটি লিংক দেয়া হয়েছে। ই-মেইল (expatriatehelp@police.gov.bd) অথবা মোবাইল ফোনের (+৮৮০১৭৬৯৬৯০০১৯) মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে প্রবাসীদের অভিযোগ গ্রহণ ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ সেলের কর্মতৎপরতার ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রবাসীরা বিদেশে অবস্থান করেও সহজেই আইনের সুরক্ষা পাচ্ছে।

৫। এসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেলের মাধ্যমে বিগত অর্থবছরে ৬০টি মামলার কার্যক্রম তদারকি করা হয়েছে। তম্মধ্যে ২৮টি মামলার তদন্ত নিস্পত্তি হয়েছে, ১১টি চূড়ান্ত রিপোর্ট বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে এবং ১১টি মামলার তদন্ত নিস্পত্তির অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া সংশিষ্ট জেলা/ইউনিট হতে এসিড সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।

৬। সমন সেলে বিগত অর্থ-বছরে বিভিন্ন আদালত হতে সাক্ষীর প্রতি ৭৩৫টি সমন, ১১,২৫৪টি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, ৪৩১৬টি আদেশনামা এবং আসামীর প্রতি ৬৬টি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রাপ্ত হয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

৭। মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেলে মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্তে রুজুকৃত মামলা পর্যবেক্ষণ এবং ব্যক্তি ও সরকারী বেসরকারী দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পত্রের উপর নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত সেলে বিগত অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের ৯৭টি দরখাস্ত/অভিযোগ অনুসন্ধানের অনুরোধ পাওয়া গেছে যার মধ্যে ৯৪টি নিস্পত্তি হয়েছে। মানব পাচার সংক্রান্তে ২০টি বিচারাধীন মামলার কার্যক্রম মনিটর করা হয়েছে। এছাড়াও সারাদেশে রুজুকৃত মানব পাচার সংক্রান্ত মামলাসমূহের কার্যক্রম এ সেল হতে তদারকি করা হয়।

৮। মাঠ পর্যায়ে রুজুকৃত জঙ্গি সন্ত্রাসী ও স্পর্শকাতর মামলার কার্যক্রম তদারক করার জন্য স্পেশাল ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট শাখার অধীনে জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও স্পর্শকাতর মামলা মনিটরিং সেল গঠন করা হয়। এ সেল হতে জঙ্গি মামলার সর্বশেষ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়।

২.১৯ ডিএন্ডপিএস

বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধান এবং এতদসংক্রান্তে গোপন তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালের ৩ আগষ্ট সিকিউরিটি সেল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত সেল ১৬/০৬/২০১৬ খ্রি: ডিসিপ্লিন এন্ড প্রফেশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড (ডিএন্ডপিএস) শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ডিএন্ডপিএস শাখা কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হল :

- বাংলাদেশ পুলিশের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শৃংখলা ভঙ্গ, ঘুষ, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও অবৈধ কার্যকলাপের তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলী ডিএন্ডপিএস শাখা করে থাকে। বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এতদসংক্রান্তে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ অনুসন্ধানপূর্বক সর্বমোট ১০৬ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।
- পুলিশ মহাপরিদর্শকের কমপ্লেইন মনিটরিং সেল কর্তৃক সরাসরি, ফোন/মোবাইল ও ইমেইল এর মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণপূর্বক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

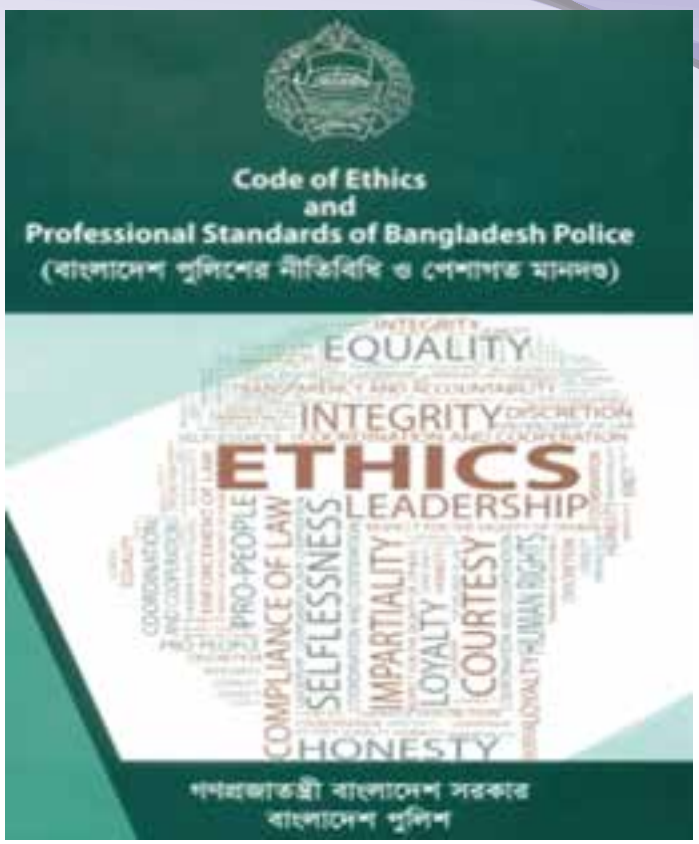

- বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণের কর্মক্ষেত্রে সততা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে পেশাগত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ পুলিশের নীতিবিধি ও পেশাগত মানদন্ড' প্রস্তুত করা হয় এবং নির্দেশিকাটি সকল জেলা ও ইউনিটে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য প্রেরণ করা হয়।

- নির্দেশিকার শেষ পৃষ্ঠায় একটি শপথনামা রয়েছে। শপথনামাটি পুলিশর ইউনিটসমূহে সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে প্রদর্শন করার জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পুলিশ ইক্যুপমেন্টের উপর লেবেল আকারে ব্যবহার করতে, প্রশিক্ষন কেন্দ্রে ও একাডেমীসমূহে প্রশিক্ষনার্থীদের অবগত করাসহ স্বাক্ষর করে নিতে এবং ফ্রেমে বন্দী করে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশের আলোচনা সভা, মিটিং, যে কোন অফিসিয়াল অনুষ্ঠান এবং মিডিয়া ব্রিফিংয়ে Back drop হিসেবে ব্যবহার করতে সকল জেলা/ইউনিটকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- ডিএন্ডপিএস শাখার কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে উক্ত শাখার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটে পৃথক মেন্যু সংযোজন করা হয়েছে যা Opinion/Complain (মতামত/অভিযোগ) নামে ওয়েবসাইটের মূল পৃষ্ঠায় আছে। উক্ত মেন্যু ব্যবহার করে সাধারণ নাগরিকগণ অনলাইনে সরাসরি পুলিশী কার্যক্রম সংক্রান্তে যেকোন ধরনের মতামত অথবা অভিযোগসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়ে থাকে।

২.২০ ওয়েলফেয়ার এন্ড পেনশন

০১. বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত (জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরতসহ), পিআরএল ও অবসর ভোগরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ইন্সপেক্টর হতে তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা এবং কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত সকল পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য Official Funeral প্রদান সংক্রান্তে নির্দেশনাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে।

০২. বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট হতে চিকিৎসা সাহায্য নীতিমালা গঠন করা হয়েছে।

০৩. কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত পুলিশ সদস্যদের স্মরণে দেশব্যাপী সমস্ত পুলিশ ইউনিটে ১লা মার্চ "পুলিশ মেমোরিয়াল ডে" পালনের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থসালে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারবর্গকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্তে 'পুলিশ মেমোরিয়াল ডে সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী' তৈরী করা হয়েছে।

০৪. পুলিশ অধিদপ্তরের ওয়েলফেয়ার এন্ড পেনশন শাখা হতে প্রেরিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থসালে মরহুম ফয়জুর রহমান আহমেদ, এসডিও, পিরোজপুর মহকুমা (মৃত্যুর তারিখ ০৫/০৫/১৯৭১ খ্রিঃ) এবং মরহুম মোঃ নজমুল হক, তৎকালীন ডেপুটি ডিরেক্টর দুর্নীতি দমন ব্যুরো, চট্টগ্রাম (মৃত্যুর তারিখ ০৭/০৪/১৯৭১ খ্রিঃ) ০২ জন কর্মকর্তা কে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

২.২১ এনসিবি

১। জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭ সালে INTERPOL I- 24/7 System এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ই-মেইল ও পত্র আদান-প্রদানের তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হ'ল:

বিদেশ		স্বদেশ	
INTERPOL I- 24/7 System এ ই-মেইল আদান-প্রদানের		ডাকযোগে	
প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা	প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা	প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা	প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা
৮৮৭	১১২০	১২৬১	১৪৩৫

২। রেড নোটিশ সংক্রান্ত তথ্য : NCB-Dhaka কর্তৃক বর্তমানে মোট-৬২ (বাষট্টি) টি রেডনোটিশ জারি আছে। যার মধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নতুন ০৫ (পাঁচ) টি রেড নোটিশ জারী করা হয়, প্রত্যাহার করা হয় ০৩ (তিন) টি, মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ০৬ (ছয়) টি।

৩। আসামী ফেরত আনয়ন : রেড নোটিশধারী আসামী পেয়ার আহমেদ আকাশকে মালয়েশিয়ায় গ্রেফতার করা হয়। গত ০২/০৯/২০১৬ ইং তারিখে বাংলাদেশে আসার পরে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে আটক করা হয়। বর্তমানে উক্ত আসামী ফেনীর জেলহাজতে আটক রয়েছে।

৪। Chiefs of Police Conference : এনসিবি-ঢাকা এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে গত ১২-১৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Chiefs of Police Conference of South Asia and Neighboring Countries on Regional Co-operation in Curbing Violent Extremism and Transnational Crime শীর্ষক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে ইন্টারপোল এর সেক্রেটারী জেনারেলসহ আফগানিস্থান, মিয়ানমার ও শ্রীলংকা'র পুলিশ প্রধানগণ এবং অস্ট্রেলিয়া, ভুটান, ব্রুনাই, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম হতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্সে বাংলাদেশ সহ মোট ১৫ টি দেশ এবং ICITAP, FBI, ASEANAPOL, FACEBOOK, IGCI-Singapore এবং S.Rajaratnam School of International Studies এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

৫। চাঞ্চল্যকর মামলার আসামী সনাক্তকরণ : চাঞ্চল্যকর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিদেশে পলাতক আসামীদের অবস্থান নিশ্চিতকরণ সহ তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে NCB-Dhaka, INTERPOL এর সদস্যদেশ সমূহের সাথে INTERPOL এর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

৬। বিদেশে পাচারকৃত ভিকটিম উদ্ধার ও আনয়ন : NCB Lagos, Nigeria এর সহায়তায় নাইজেরিয়ায় পাচারকৃত ০৭ (সাত) জন বাংলাদেশী নাগরিককে উদ্ধারপূর্বক গত ১২/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশে ফেরত আনা হয়েছে।

৭। বিদেশী ভিকটিম উদ্ধার ও প্রত্যাবর্তন : বাহরাইনের নাগরিক Maleeha Abdulla Ahmed Ali Al অখর নামীয় একজন ভিকটিমকে উদ্ধারপূর্বক গত ০৭/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বাহরাইনে Deport করা হয়েছে।

৮। ইন্টারপোলের অর্থায়নে বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ : NCB-Dhaka, INTERPOL এর মাধ্যমে জুলাই/২০১৬ খ্রিঃ হতে জুন/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশের বিভন্ন পদমর্যাদার ৮২ জন কর্মকর্তা INTERPOL এর ৪২ টি বিভিন্ন সভা/সেমিনার/ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। যা আন্তর্জাতিক পুলিশ সহযোগিতার ক্ষেত্রে এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

২.২২ পরিসংখ্যান

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অপরাধ পরিসংখ্যান :

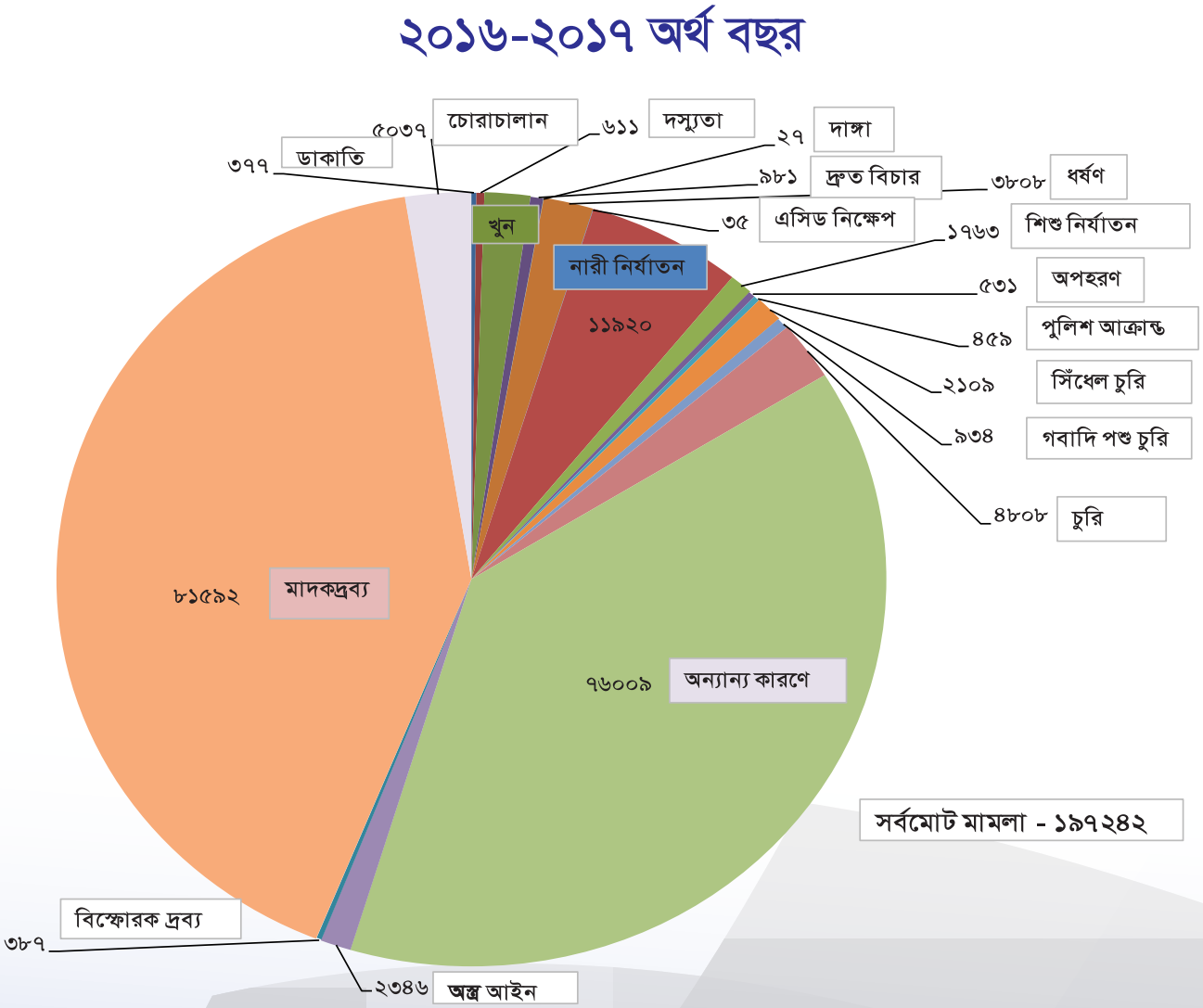

২.২৩ অপারেশনস্ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১। নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, জাতীয় সংসদের শূন্য ঘোষিত আসনের উপ-নির্বাচনসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের (সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন, উপ-নির্বাচন এবং পুনঃভোটগ্রহণ সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংশিষ্ট কার্যক্রম পুলিশ অধিদপ্তরের অপারেশনস্ শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়। বিগত ১ জুলাই ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত জাতীয় সংসদের ৫টি শূন্য আসনে উপনির্বাচন, ২টি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ৬৪টি জেলা পরিষদ নির্বাচন, ১২টি পৌরসভার নির্বাচন এবং ৭০টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ছাড়াও দেশব্যাপী বিভিন্ন কারণে শূন্য ঘোষিত বিভিন্ন পদে উপ-নির্বাচন/ নির্বাচন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্তে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২। নির্দেশিকা প্রণয়ন :

ক) বাংলাদেশ পুলিশের সদস্য ও স্থাপনা সংক্রান্ত নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়ন

খ) ক্রাইসিস ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন

গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন

৩। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্তে পুরস্কার প্রদান : পুলিশ সপ্তাহ-২০১৭ উপলক্ষে জেলা/ইউনিট কর্তৃক অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার সংক্রান্তে নির্ধারিত পয়েন্টের ভিত্তিতে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাই এবং বাছাই এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত ইউনিটসমূহকে স্থান ভিত্তিক পুরস্কৃত করা হয়েছে।

গ্রুপ	জেলা/ইউনিটের নাম	অবস্থান	মন্তব্য
গ্রুপ "ক"	কুমিলা জেলা	প্রথম	পুলিশ সপ্তাহ/২০১৭ উপলক্ষে বর্ণিত জেলা/ইউনিটসমূহে গ্রুপ ও স্থানভিত্তিক ক্রেস্ট রাজারবাগ প্যারেড গ্রাউন্ডে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার/ইউনিট প্রধান/পুলিশ সুপারগণ গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ মহোদয়ের নিকট হতে গ্রহণ করেন
	চট্টগ্রাম জেলা	দ্বিতীয়	
	সিএমপি, চট্টগ্রাম	তৃতীয়	
গ্রুপ "খ"	যশোর জেলা	প্রথম	
	কুষ্টিয়া জেলা	দ্বিতীয়	
	মুন্সীগঞ্জ জেলা	তৃতীয়	
গ্রুপ "গ"	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা	প্রথম	
	রাজবাড়ী জেলা	দ্বিতীয়	
	নড়াইল জেলা	তৃতীয়	
গ্রুপ "ঘ"	র‍্যাব-৮, বরিশাল	প্রথম	
	র‍্যাব-৭, চট্টগ্রাম	দ্বিতীয়	
	র‍্যাব-৫, রাজশাহী	তৃতীয়	
গ্রুপ "ঙ"	ডিবি, ডিএমপি	প্রথম	
	উত্তরা বিভাগ, ডিএমপি	দ্বিতীয়	
	মিরপুর বিভাগ, ডিএমপি	তৃতীয়	

২.২৪ মনিটরিং এন্ড কো-অর্ডিনেশন সেল স্থাপন

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্ট এবং বিশেষ সময়ের সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য পুলিশ অধিদপ্তর ঢাকায় অপারেশনাল কন্ট্রোল রুমে মনিটরিং এন্ড কো- অর্ডিনেশন সেল স্থাপন করা হয়। জুলাই ২০১৬ হতে জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ইভেন্ট উপলক্ষে গঠিত মনিটরিং এবং কো-অর্ডিনেশন সেলসমূহে এআইজি/ অতিঃএসপি/সিঃএএসপি/এএসপি/ ইন্সপেক্টর দায়িত্ব পালন করেন। ভিভিআইপি ডিউটিতে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭৭ টি ইভেন্টে চাহিদা মোতাবেক ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)

৩.১ ভূমিকা

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বর্তমান উন্নয়নশীল বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের নির্ভরতার প্রতীক। নিজ কর্মধারায় উজ্জীবিত হয়ে অর্জন করেছে দেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও আস্থায় সিক্ত একমাত্র ''এলিট ফোর্সের'' উপাধি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিজ কার্যে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, সততা, নিরপেক্ষতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে এই এলিট ফোর্স। আভিযানিক কার্যক্রম, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ র‍্যাবকে দিয়েছে আধুনিক ও অভিজাত বাহিনীর উপমা। তথা ২০০৪ সাল ও তার পূর্ববর্তী সময়ে উগ্রধর্মীয় মৌলবাদ, অবৈধ অস্ত্রের যথেচ্ছা ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ সমাজ বিনষ্টকারী নানাবিধ অপরাধ তৎপরতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে ২০০৪ সালের ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এলিট ফোর্স র‍্যাব-এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে র‍্যাব সদর দপ্তরসহ সারা দেশে মোট ১৪টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে সগৌরবে র‍্যাব বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দায়িত্ব পালন করছে।

৩.২ দেশের উন্নয়নে র‍্যাবের কার্যক্রমের প্রভাব

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের শিখরে। যদি বলা হয় এই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি কী? নিঃসন্দেহে দেশের অভ্যন্তরীণ সুষ্ঠু আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিই সর্বাগ্রে স্থান নেবে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে র‍্যাবের সুচিন্তিত, নিরপেক্ষ এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলস্বরূপ দেশে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার আমূল পরিবর্তন আসে। দেশি ও বিদেশী বিনিয়োগের গতি ফিরে পেয়েছে। তদুপরি দেশের অভ্যন্তরেও শিল্প, কলকারখানায় বিনিয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন, বাক স্বাধীনতা, কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন হয়েছে। দেশকে এই ভারসাম্য অবস্থানে আনতে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। র‍্যাবের সকল ব্যাটালিয়নসমূহ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

৩.৩ র‍্যাবের অধিগত সাফল্য

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ বাহিনী ধর্মীয় জঙ্গি দমন, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সীমিত সময়ে সর্বস্তরের জনসাধারণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। এ সমস্ত দায়িত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, কর্মসূচি ও উৎসবে র‍্যাব ফোর্সেস নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করে থাকে। জঙ্গিবাদ বর্তমানে সারা বিশ্বকে ভীতসন্ত্রস্থ করে রেখেছে। বাংলাদেশে ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যবর্তী সময়গুলোতে উগ্র ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ০৬ মার্চ ১৯৯৯ সালে যশোরে উদীচীর সমাবেশে বোমা হামলা, ১৪ এপ্রিল

২০০১ সালে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে রমনা বটমূলে বোমা হামলা, ০৭ ডিসেম্বর ২০০২ সালে ময়মনসিংহের চারটি সিনেমা হলে সিরিজ বোমা হামলা, ২১শে আগস্ট ২০০৪ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নাশের উদ্দেশ্যে জনসভায় গ্রেনেড হামলা, ১৭ আগস্ট ২০০৫ সালে একই সাথে ৬৩টি জেলায় সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ এবং ২৯ নভেম্বর ২০০৫ সালে গাজীপুর বার এসোসিয়েশনে বোমা হামলার মাধ্যমে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে উগ্র ধর্মীয় জঙ্গি দলগুলি তাদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের এহেন ধ্বংসাত্মক ও দেশবিরোধী কার্যক্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে র‍্যাব ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে।

র‍্যাবের নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে জেএমবি ও হুজির মত জঙ্গি সংগঠনকে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভবপর হয়েছে। জেএমবির প্রধান সংগঠক শায়েখ আব্দুর রহমান, দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই, অন্যতম সুরা সদস্য আতাউর রহমান সানীসহ ১২ জন সুরা সদস্য ও শীর্ষ পর্যায়ের প্রায় সকল নেতা এবং হুজি, হিজবুত তাহরীর প্রভৃতি নিষিদ্ধ সংগঠনের ১,৭২৪ জন ধর্মীয় জঙ্গিদের র‍্যাব গ্রেফাতার করতে সক্ষম হয়েছে। র‍্যাব ফোর্সেস কর্তৃক উক্ত জঙ্গি সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত সাফল্যজনক অভিযানের মাধ্যমে জেএমবির বোমা বিশেষজ্ঞ মোঃ জাহিদ হোসেন সুমন ওরফে বোমারু মিজান এবং তার স্ত্রী হালিমা বেগম ওরফে শারমীন, হুজির নায়েবে আমীর এবং ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার অন্যতম আসামী মোঃ আব্দুল হান্নান, সদস্য আইনুল হক ও মাওলানা শেখ ফরিদ আহমেদ ওরফে ফরিদ ওরফে রশিদ, জেএমবির তৎকালীন আমীর ও ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার চার্জশীটভুক্ত পলাতক আসামী মোঃ ইয়াহিয়া ও ০২ জন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে জঙ্গিবাদের বীজ এদেশে দানা বেঁধে ওঠার আগেই তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এরই ক্রমধারায় র‍্যাব ২০১৭ সালে জঙ্গি নেতা কর্মী ও সদস্যদের কার্যক্রম মনিটরিং-এ রেখে ক্রমাগত জঙ্গির আস্তানায় হামলা দিয়ে জঙ্গিদের সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা রুখে দেয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ যাবৎ জঙ্গি গ্রেফতারের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

জঙ্গি সংগঠন	জঙ্গির প্রকার	গ্রেফতার সংখ্যা
জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)	সূরা	১২
	এহসার সদস্য	১৩৭
	গায়েরে এহসার	৪৬
	আত্মঘাতী	১৮
	কর্মী	৫৮২
	সমর্থক	৭০
অনান্য জঙ্গী সংগঠন	**অনান্য জঙ্গী সংগঠনের গ্রেফতারকৃত সদস্য**	
হরকাতুল জিহাদ		৪৬
হিযবুত তাহরীর/তাওহীদ		৪৩৫
আল্লাহর দল		০৭
আনসারুল্লাহ বাংলা টিম		৩৯
শহীদ হামজা ব্রিগেড		০৯
অন্যান্য		৩২৩
	সর্বমোট গ্রেফতার	**১৭২৪**

এসব জঙ্গি নেতা কর্মী ও সদস্যদের গ্রেফতারের সময় তাদের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দেশি-বিদেশি অস্ত্র ও গোলাবারুদ, বিস্ফোরক, আইডি, আইডি তৈরীর সরঞ্জামাদি, রাসায়নিক দ্রব্য, জিহাদী বই ও অন্যান্য জীবননাশক দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

৩.৪ চরমপন্থীদের গ্রেফতার ও নির্মূল

চরমপন্থীদের দৌরাত্ম মূলত আজকের নয়। ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই এর গোড়াপত্তন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলাসমূহে এদের উত্থান, খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ, চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপকর্ম সাধনের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে এক ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। তাদের অনিয়ন্ত্রিত হামলায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য আহত ও নিহত হয়। চরমপন্থীদের দ্বারা উক্ত সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু ফাঁড়ি ও অস্ত্র লুটের ঘটনাও ঘটে।

গত চৌদ্দ বছরে আনুমানিক ৪২৬ জন বিভিন্ন পর্যায়ের চরমপন্থী নেতাদের গ্রেফতারের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় র‍্যাব তার সফলতার প্রমাণ দেখিয়েছে। র‍্যাব কর্তৃক পরিচালিত সাফল্যজনক অভিযানে পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি (এমএল জনযুদ্ধ) এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান মোঃ আব্দুর রশিদ মালিথা তপন ওরফে দাদা তপন, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি ও সর্বহারা দলের আঞ্চলিক নেতা তৈয়বুর রহমান ওরফে তোতা ওরফে নিরু, জাসদ গণবাহিনীর অন্যতম শীর্ষ নেতা আশরাফুল ইসলাম ওরফে আশা, শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলনে সামরিক শাখার প্রধান কাজী এহসান বারী হায়দার, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টির (হক গ্রুপের) আঞ্চলিক নেতা মোজাম সর্দার, পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ) এর ঝিনাইদহ এলাকার কমান্ডার মোঃ আব্দুল কুদ্দুস ওরফে বোমা কুদ্দুস, পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (জনযুদ্ধ) এর সামরিক শাখা কমান্ডার জিয়ারুল রহমান জিয়া, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল লাল পতাকা) এর নেতা মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে কিলার মোস্তাক, গণমুক্তি ফৌজ এর কেন্দ্রীয় নেতা বিধান চন্দ্র বিশ্বাস, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা ও সামরিক কমান্ডার শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ওরফে প্রদীপ বিশ্বাস ওরফে শৈলেন এবং হক গ্রুপের প্রধান মোঃ রফিউদ্দিন ওরফে ছোট তারেকসহ অনেক চরমপন্থী নেতাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ফলে বর্তমানে এসব চরমপন্থীদের কর্মকাণ্ড স্তিমিত প্রায়।

৩.৫ জলদস্যুতা/বনদস্যুতা প্রতিরোধ

বিগত বছরগুলোতে সুন্দরবন এলাকায় জেলে অপহরণ, চাঁদাবাজি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় র‍্যাব নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের কয়েক লাখ উপকূলবর্তী মানুষ বিগত কয়েক দশক ধরে সুন্দরবনের মধু, কাঠ, গোলপাতা, চিংড়ির পোনা, কাঁকড়া, সাদামাছ আহরণ ও শুটকি তৈরির মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুন্দরবনের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনায় ও এলাকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সুন্দরবনসহ এর তৎসংলগ্ন উপকূলবর্তী এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় র‍্যাব সর্বদাই সচেষ্ট।

গত ০৩ জুলাই ২০১২ তারিখে উপকূলীয় জেলাসমূহে মৎস্যজীবী জেলেদের মৎস্য আহরণ নির্বিঘ্ন ও জলদস্যু দমনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত জাতীয় টাস্কফোর্সে মহাপরিচালক, র‍্যাব ফোর্সেস-কে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। টাস্কফোর্স গঠনের পর হতে অদ্যাবধি টাস্কফোর্স কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে ৩৭২ জন জলদস্যু, ২৬ জন বনদস্যু, ৭৮ জন উপকূলীয় অঞ্চলের ডাকাতসহ মোট ৫৯৭ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে গিয়ে র‍্যাবের সাথে বন্দুক যুদ্ধে অনেক জলদস্যু/বনদস্যু নিহত হয়। এছাড়া টাস্কফোর্স গঠনের পর বিভিন্ন ধরনের ১,৫৩২টি অস্ত্র, ২৭,৭৩৪ রাউন্ড গুলি, ১৫১টি ধারালো অস্ত্র ও ৪৫ জন অপহৃত জেলেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। আনুমানিক ১৯২ জন জলদস্যু/বনদস্যুর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে জুলফিকার বাহিনী, রাজু বাহিনী, জিহাদ ও সোহাগ বাহিনী, ছোট্ট বাহিনী, মোর্তুজা বাহিনী, আমজাদ বাহিনী, সাইজ্যা বাহিনী, কাশেম বাহিনী ফেরাউন/দারোগা বাহিনী, সাগর সৈকত বাহিনী, রাজু ফরহাদ বাহিনী, মাইজ্যা/মেজ বাহিনী, জামাল বাহিনী, মনির বাহিনী, সুমন বাহিনী, আমির বাহিনী, ইলিয়াছ বাহিনী, মাস্টার বাহিনী, নুরুল আফসার বাহিনী, নয়ন বাহিনী এবং আকাশ বাবু বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা বিপুল অস্ত্রশস্ত্রসহ গ্রেফতার হয়। এছাড়াও, র‍্যাবের অভিযানে ২০১৭ সালে নিম্নবর্ণিত বাহিনীসমূহ র‍্যাবের তত্ত্বাবধানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট আত্মসমর্পণ করে :

জলদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনীর ১১ জন সদস্য আত্মসমর্পণ

৩.৬ ২০১৬-২০১৭ সালে র‍্যাবের অভিযানে গ্রেফতারকৃত জলদস্যু এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ

তারিখ	বাহিনীর নাম	জলদস্যুর সংখ্যা	উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ
২৯ মে ১৬	মাস্টার বাহিনী	১০ জন	অস্ত্র-৫৪টি ও গোলাবারুদ-৪০০৬ রাউন্ড
১৭ জুলাই ১৬	মজনু বাহিনী	০৯ জন	অস্ত্র-১৭টি ও গোলাবারুদ-৬৬৫ রাউন্ড
০৭ সেপ্টেম্বর ১৬	ইলিয়াস বাহিনী	০২ জন	অস্ত্র-০৮টি ও গোলাবারুদ-৩৫৫ রাউন্ড
১৯ অক্টোবর ১৬	আলম বাহিনী	০৪ জন	অস্ত্র-০৭টি ও গোলাবারুদ-৩৫৮ রাউন্ড
২৫ নভেম্বর ১৬	শান্ত বাহিনী	১০ জন	অস্ত্র-১৩টি ও গোলাবারুদ-৬৫০ রাউন্ড
০৫ জানুয়ারি ১৭	সাগর বাহিনী	১৩ জন	অস্ত্র-২০টি ও গোলাবারুদ-৫৯৬ রাউন্ড
২৭ জানুয়ারি ১৭	খোকাবাবু বাহিনী	১২ জন	অস্ত্র-২২টি ও গোলাবারুদ-১০০৩ রাউন্ড
২৯ মার্চ ১৭	নোয়া বাহিনী	১২ জন	অস্ত্র-২৫ টি ও গোলাবারুদ-১১০৫ রাউন্ড
২৮ এপ্রিল ১৭	জাহাঙ্গীর বাহিনী	২০ জন	অস্ত্র-৩১টি ও গোলাবারুদ-১৫০৭ রাউন্ড

৩.৭ অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধার

বর্তমান সরকারের মাদকের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান র‍্যাবকে আরও বেগবান করেছে। র‍্যাব তার সমগ্র শক্তি দিয়ে মাদকের বিস্তার রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার প্রমাণ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে র‍্যাব কর্তৃক এ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য উদ্ধারের পরিসংখ্যান হতে উপলব্ধি করা যায় :

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম	এ যাবৎকালের উদ্ধারের পরিমাণ
১।	হেরোইন	৫০৫.০৩৬ কেজি
২।	কোকেন	২৯.৭৯৯ কেজি
৩।	আফিম	৩৩.৭৭৯ কেজি
৪।	ইয়াবা	২,৬৩,৮৯,৮৯৩ পিছ
৫।	ফেন্সিডিল	৩০,৮৪,১৫৯ বোতল
৬।	গাঁজা	৭৬,৭০৫.১৬৫ কেজি
৭।	মদ (বিদেশি)	১,৬৮,৭০৫ বোতল
৮।	মদ (দেশি)	৪৪,৭৩,১২৯.১৩৫ লিটার
৯।	বিয়ার	৩,৮৮,১৫২ ক্যান

বিঃদ্রঃ উল্লেখিত মাদকদ্রব্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে বিধি মোতাবেক ধ্বংস করা হয়েছে।

৩.৮ অপহরণকারী আটক ও অপহৃত ব্যক্তিবর্গ উদ্ধার

র‍্যাব মানবাধিকার রক্ষায় যেমন সচেষ্ট তেমনি অপহরণ ও হত্যার বিরুদ্ধে আইনগতভাবে যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সর্বদা সচেষ্ট। র‍্যাব প্রতিষ্ঠার পর হতে এ যাবৎ অপহরণকারী গ্রেফতার ২,৫২৮ জন এবং ভিকটিম উদ্ধার ১,৬৩২ জন।

মিরপুরের দারুসসালামে অপারেশন কমলপ্রভা

ঝিনাইদহে জঙ্গি অপারেশন

৩.৯ অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

এ যাবৎ র‍্যাব অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ৪১৮টি সফল অভিযান পরিচালনা করে ৫৩৫ জন আসামী গ্রেফতার করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভিওআইপি সামগ্রী উদ্ধার করে।

৩.১০ অশ্লীল চলচ্চিত্র ও ভিডিও পাইরেসি রোধকল্পে টাস্কফোর্স

চলচ্চিত্রের সার্বিক মান উন্নয়নে র‍্যাবের নেতৃত্বে অশ্লীল চলচ্চিত্র বিরোধী টাস্কফোর্স নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং ঐকান্তিক ইচ্ছার ফলে এই টাস্কফোর্স অতি অল্পসময়ের মধ্যে অশ্লীলতায় মুখ থুবড়ে পড়া বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। র‍্যাব প্রতিষ্ঠার পর হতে এ সংক্রান্ত র‍্যাব ১০০১টি সফল অভিযান পরিচালনা করে পর্ন/অশ্লীল সিডি ৪,০১,৪১৫টি এবং পাইরেটেড সিডি ১৬,৮৬,৩০৮টি সহ মোট ২,৬৯৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করে। এছাড়াও, গত ২০১৭ সালে র‍্যাব কর্তৃক এ সংক্রান্ত ২২টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ১২৭ জন আসামি গ্রেফতারসহ বিভিন্ন অবৈধ সিডি উদ্ধার করে :

৩.১১ ভুয়া ডাক্তার/ভুয়া আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য/প্রতারক গ্রেফতার

প্রতিষ্ঠার পর হতে র‍্যাব এ পর্যন্ত নিম্নেবর্ণিত সংখ্যক ভুয়া ডাক্তার/ভুয়া আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য/প্রতারক গ্রেফতার করে :

ক্রমিক	গ্রেফতার	সংখ্যা
১।	ভুয়া ডাক্তার	২৪০ জন
২।	ভুয়া র‍্যাব	৪৩৪ জন
৩।	ভুয়া সেনা/নৌ/বিমান/পুলিশসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য	২৮৬ জন

৩.১২ অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সহজেই অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। এসব অবৈধ অস্ত্রের অনুপ্রবেশ রোধে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই র‍্যাব ফোর্সেস, অস্ত্র উদ্ধার অভিযানগুলো সফলতার সাথে পরিচালিত করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যাবধি র‍্যাব নিম্নেবর্ণিত অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে।

শেরপুরের নলিতাবাড়ি হতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

ময়মনসিংহের কোতোয়ালি হতে বিভিন্ন দেশী বিদেশী অস্ত্রসহ ০১ জন অস্ত্র তৈরির কারিগর গ্রেফতার

ক্রমিক	অস্ত্র/গোলাবারুদ ও বিস্ফোরকের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ
১।	এসএমজি	১১০টি
২।	রিভলবার (দেশি/বিদেশি)	২৮১৬টি
৩।	পিস্তল (দেশি/বিদেশি)	৩০৯৫টি
৪।	রাইফেল	৫৬৮টি
৫।	অন্যান্য অস্ত্র	৮২৬৫টি
৬।	গ্রেনেড	৩৩৬টি
৭।	বোম্ব/ককটেল	১৭,৭২৯টি
৮।	ডেটোনেটর	৮,৪৯৯টি
৯।	গোলাবারুদ	২,১২,৭৫৮ রাউন্ড
১০।	বিভিন্ন অস্ত্রের ম্যাগজিন	৩৪৪৩টি
১১।	বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক	৩৮২.৩৯০ কেজি

৩.১৩ অপরাধী ও সন্ত্রাসী গ্রেফতার

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংস্থা সরকার ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসী ডাকাত শহীদ, পিচ্চি হান্নান, বড় জামাল, মুরগী মিলন, আব্দুল মুমিন ওরফে লেংড়া মমিন, মাহবুব ওরফে সাইজ্যা মাহবুব প্রভৃতি ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীসহ বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত আনুমানিক ১,৯০,৪৯৩ জন অপরাধী ও সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিমণ্ডলে অপরাধী/সন্ত্রাসী গ্রেফতারে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে।

৩.১৪ আইন-শৃংখলা রক্ষায় সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা প্রদান

র‍্যাব ফোর্সেস সাধারণতঃ স্বতন্ত্রভাবে নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকেও সর্বাত্মকভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত সহায়তার বিবরণ দেয়া হলো :

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন ভিভিআইপির বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এসএসএফ ও পিজিআর এর সাথে নিরাপত্তা প্রদান করার পাশাপাশি র‍্যাবের বোম্ব ও ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করে সুইপিং-এর মাধ্যমে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- জননিরাপত্তা নিশ্চিত করণার্থে র‍্যাব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সহিংস এবং ধ্বংসাত্মক কোন কর্মকাণ্ড যাতে না ঘটে সেজন্য সদা তৎপর।
- বিশ্ব ইজতেমা, থার্টিফার্স্ট নাইট, বড়দিন, বিভিন্ন ঈদ ও পূজাসহ রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে র‍্যাবও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে।

৩.১৫ মানব পাচার রোধে র‍্যাবের ভূমিকা

র‍্যাব এ যাবৎ নারী ও শিশু পাচার রোধে ১৯২টি অভিযান পরিচালনা করে ১৫০ জন নারী ও ১০৫ জন শিশুকে উদ্ধার করে এবং এ সংক্রান্তে ২৫৫ জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও অবৈধভাবে মালয়েশিয়া গমনকারী ৩১৪ জন ভিকটিম উদ্ধার ও ১৮ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

৩.১৬ সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ

র‍্যাব ফোর্সেস এর গোয়েন্দা উইং এবং ব্যাটালিয়নসমূহের আভিযানিক দল যেকোন অভিযানের পূর্বে নিজস্ব প্রযুক্তি ও জনবল কাজে লাগিয়ে মাঠ পর্যায়ে পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে থাকে। সন্ত্রাসী-দের চালচলন/গতিবিধি এবং তাদের কর্মকাণ্ড যতই চাতুর্যপূর্ণ হোক না কেন র‍্যাব ফোর্সেস এর গোয়েন্দা উইং এবং ব্যাটালিয়নসমূহ কঠোর একাগ্রতার সাথে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সর্বদা এক ধাপ পিছিয়ে রেখেছে। তাছাড়া কারাগারে আটক থাকা সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন অপরাধীদের (জঙ্গি, শীর্ষ সন্ত্রাসী, চরমপন্থী ইত্যাদি) সনাক্তকরণের সুবিধার্থে র‍্যাব সদর দপ্তরে ক্রিমিনাল ডাটাবেজ সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, র‍্যাবই সর্বপ্রথম ২০১২ সালে অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্রিমিনাল ডাটাবেজ পদ্ধতির সূচনা করে যাতে সন্ত্রাসীদের আঙ্গুলের ছাপের পাশাপাশি চোখের আইরিশের ছাপ নথিভুক্ত থাকে যার মাধ্যমে পরবর্তীতে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিতকরণ ও গ্রেফতার সহজতর হবে। উলেখ্য যে, অদ্যাবধি ৬৩,৮৭৮ জন সন্ত্রাসীর তথ্য র‍্যাবের ডিজিটাল ক্রিমিনাল ডাটাবেজে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

অনেক সময় একজন ধৃত অপরাধী তার প্রকৃত নাম ও ঠিকানা প্রভৃতি তথ্য সরবরাহ না করে ভুল তথ্য প্রদান করে। কিন্তু সংগৃহীত অপরাধীর Fingerprint এবং ছবি দ্বারা তার প্রকৃত নাম ঠিকানা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর সহিত RAB Forces এর সমঝোতা হয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের National Database এ প্রায়, ১০ (দশ) কোটি ৪০ (চলিশ) লক্ষ

ভোটারের ছবি এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংরক্ষিত আছে। ফলে RAB ABIS Criminal Database এ সংরক্ষিত অপরাধীগণের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দ্বারা National Database এর সংরক্ষিত ফিঙ্গারপ্রিন্টের সহিত ম্যাচ করে অপরাধীদের প্রকৃত নাম ও ঠিকানা প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। অপরাধীর প্রকৃত পরিচয় থেকে তার অবস্থানের সূত্র উদঘাটন করে আটক করা এবং আইনের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব।

সরকার নির্দেশিত যেকোন অপরাধের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য র‍্যাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংস্থা সরকার দ্বারা নির্দেশিত হয়ে অথবা স্বপ্রনোদিত হয়ে যথাযথ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলা তদন্ত করে সফলভাবে তা সম্পন্ন করে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত চৌদ্দ বছরে র‍্যাব কর্তৃক মোট তদন্তকৃত মামলার সংখ্যা ১,৩৬৬টি। যার সাজার হার শতকরা ৫১ শতাংশ যাহা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি মাইল ফলক হিসেবে প্রতীয়মান।

অবৈধ ভিওআইপিসহ ০৫ বিদেশী নাগরিক গ্রেফতার

৩.১৭ র‍্যাব সদস্য কর্তৃক আইন, শৃংখলা ও নিয়ম ব্যত্যয়ে গৃহীত ব্যবস্থা

দেশমাতৃকার নিরাপত্তায় জীবন উৎসর্গকারী র‍্যাবের সদস্যবৃন্দ : দেশমাতৃকার নিরাপত্তা রক্ষায় বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার সময় ও দুর্ঘটনা জনিত কারণে এ পর্যন্ত র‍্যাবের মোট ২১জন অকুতোভয় সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ০৭জন সেনাসদস্য, ০২জন নৌবাহিনীর সদস্য, ০৭জন পুলিশ সদস্য, ০৩জন বিজিবি সদস্য ও ০২জন আনসার সদস্য।

র‍্যাব সদস্য কর্তৃক যেকোন আইন ও নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রম গোচরীভূত হওয়ার সাথে সাথে র‍্যাবের আভ্যন্তরীণ তদন্ত সেল, ইনভেস্টিগেশন উইং ও ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে তদন্ত করতঃ সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অদ্যাবধি বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার কারণে ১৪৪ জনকে চাকরি হতে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত (শুধুমাত্র বরখাস্ত ১২৬জন, জেলসহ বরখাস্ত ১৮ জন), শৃঙ্খলাজনিত কারণে ৯১৫ জনকে 'গুরুদণ্ড' এবং ২০৪২ জনকে 'লঘুদণ্ড' সহ মোট ২,৯৫৭ জনকে সাজা প্রদান করা হয়েছে।

৩.১৮ উপসংহার

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে র‍্যাব যেভাবে দেশের জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে তা এক কথায় অনন্য। জনগণের ভালবাসাই র‍্যাবের মূল চালিকা শক্তি। 'বাংলাদেশ আমার অহংকার' এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ র‍্যাবের প্রতিটি সদস্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বলীয়ান র‍্যাব ফোর্সেস উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করবে এবং মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

রাজধানীর উত্তরা থেকে বিপুল পরিমাণ ভিওআইপি সরঞ্জামাদিসহ ০৩ জন আটক

সমুদ্রপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় পাচারকারী চক্রের ৯ সদস্য গ্রেফতার